NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সর্বশুক্লা পদ্মাসীনা সরস্বতী চিন্তা

সরস্বতী পুজোর দিন হলুদ দিয়ে স্নান কেন? ৮

কলকাতা ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ২০ মাঘ ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৩৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.02.2025, Vol.18, Issue No. 233 8 Pages, Price 3.00

## অনূর্ধ্ব-১৯ টি২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ভারতের মেয়েরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। রবিবার ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটে হারালেন নিকি প্রসাদেরা। প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকার করে ৮২ রান। জবাবে ১১.২ ওভারে ১ উইকেটে ৮৪ ভারতের। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। প্রায় একতরফা ভাবে ফাইনাল জিতে নিল ভারতীয় দল। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণ আফ্রিকার অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা দলের অধিনায়ক কায়লা রেনেকে। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিতে পারেননি দলের ব্যাটারেরা। ভারতের বোলিং আক্রমণের কোনও জবাবই দিতে পারলেন না দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারেরা। কুয়ালালামপুরের ২২ গজে প্রথম থেকেই অস্বস্তিতে ছিলেন তাঁরা। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানোর চাপে পড়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ইনিংসের শেষ পর্যন্ত সেই চাপ আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি তারা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করেন ছ'নম্বরে ব্যাট করতে নামা মাইকে ভ্যান ভুরস্ট। ১৮ বলে ২৩ রান করেন তিনি। মারেন ৩টি চার।

## বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভাঙা হবে না একটি বস্তিও: মোদি

**নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি:** শেষবেলায় দিল্লিতে ভোটপ্রচারে ঝড় তোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার রাজধানীতে এক জনসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে আবার এক বার অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলকে 'আপ-দ' বলে নিশানা করলেন তিনি। তাঁর দাবি, দিল্লিতে বস্তি ভাঙা নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে আম আদমি পার্টি (আপ)। ভোটপ্রচারে গত কয়েক দিন ধরে কেজরিওয়াল-সহ আপ নেতাদের গলাতে শোনা যাচ্ছে দিল্লির বস্তি নিয়ে উদ্বেগের কথা। তাঁদের দাবি, 'ক্ষমতায় এলে বস্তিবাসীদের জায়গা কেড়ে নিয়ে সেখানে উচ্চবিত্তদের জন্য আবাসন বানাবে বিজেপি।' আপের সেই দাবি নস্যাৎ করলেন মোদি। রবিবারের জনসভায় তিনি বলেন, 'দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতায় এলে একটি বস্তিও ভাঙা হবে না।' শুধু তা-ই নয়, একটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বন্ধ হবে না বলে আশ্বাস দেন মোদি। তাঁর কথায়, 'আমরা শুধু 'আপ-দ'-এর মতো ঘোষণা করতে হয় বলে করি না। আমরা বাজেটে সেটা করে দেখাই।' মোদি জনসভা থেকে বলেন, 'আপ-দ'-দের ছড়ানো গুজবে কান দেবেন না। দিল্লিতে একটি বস্তিও ভাঙা হবে না। করোনার সময় ওরা (আপ) আমার পূর্বাচল ভাইদের দিল্লি থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার সকলের জন্য সাহায্য অব্যাহত রাখবে।' দিল্লিতে সরকার গঠনের ব্যাপারে আশাবাদী মোদি। তাঁর কথায়, 'এ বার দিল্লিতে বিজেপিই সরকার গঠন করতে চলেছে। দিল্লির 'আপ-দ' দল এখানে ১১ বছর নষ্ট করেছে। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনাদের (দিল্লিবাসীর) প্রতিটি সমস্যা সমাধানের জন্য যতটা করতে পারি, তা করব।' শুধু আপকে নয়, মোদির নিশানায় ছিল কংগ্রেসও। মোদির কথায়, 'কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারির দাগ এতটা গভীর যে কংগ্রেস কখনওই সেই সমস্যা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে না।' অন্যদিকে, বিজেপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখলেন কেজরিওয়াল। চিঠিতে তিনি উদ্বেগপ্রকাশ করে লেখেন, 'দিল্লিতে আপ কর্মীদের উপর হামলা করা হচ্ছে।' হামলার নেপথ্যে বিজেপি আশ্রিত গুন্ডাবাহিনী রয়েছে বলে দাবি কেজরিওয়ালের। তিনি চান রাজধানীতে নিরপেক্ষ নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হোক। সেই কথাও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন আপ প্রধান।

### বানতলা

# ম্যানহোলের মৃত্যুফাঁদে মৃত্যু তিন সাফাইকর্মীর

## পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ: ফিরহাদ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সরস্বতী পুজোর সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বানতলার লেদার কমপ্লেক্স এলাকায়। রবিবার পাইপলাইন পরিষ্কার করতে ম্যানহোলে নেমে প্রাণ হারান তিন শ্রমিক। দুর্গন্ধে দমবন্ধ হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। টানা চার ঘণ্টার চেষ্টার পর ম্যানহোল থেকে তিন সাফাইকর্মীকেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়। রবিবার এ নিয়ে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স এলাকায় শোরগোল ছড়ায়। মৃত তিন সাফাইকর্মীর নাম ফরজেম শেখ, হাসি শেখ এবং সুমন সর্দার। তাঁদের মধ্যে দু'জনের বাড়ি মুর্শিদাবাদ। অন্য জনের উত্তর ২৪ পরগনার ন্যাজাট এলাকায়।

শোকস্তব্ধ পরিবারের মুখে একটাই কথা, 'দোষীদের শাস্তি চাই'। তাদের দাবি, নির্মাণের কাজ দেবে বলেছিলেন স্থানীয় ঠিকাদার। কিন্তু কলকাতায় এনে ম্যানহোল পরিষ্কার করানোর কাজ দেন। সেই ম্যানহোলের 'মৃত্যুফাঁদে' বলি হলেন তিন শ্রমিক।

এই দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সেখানে ছুটে যান কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন, পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। তবে এভাবে যথাযথ সুরক্ষা ছাড়া ম্যানহোলে শ্রমিকদের নামানো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

### সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মাত্র চার দিন আগেই কলকাতা-সহ দেশের ছয় শহরে ম্যানহোলে মানুষ নামানোর কাজ বা 'ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জিং' নিয়ে সতর্ক করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ছয় শহরের প্রধান নির্বাহী কর্তাদের এ সংক্রান্ত হলফনামা জমা দিতে হবে আদালতে। রিপোর্টে বিশদ জানাতে হবে, কী ভাবে এবং কখন 'ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জিং' বন্ধ করা হয়েছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ওই মামলায় পরবর্তী শুনানি। কিন্তু তার মাঝেই কলকাতার উপকণ্ঠে ট্যানারি এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ম্যানহোলে মানুষ নামানোর কাজ বন্ধ করতে ২০১৩ সালে দেশে নতুন আইন আনা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, ম্যানহোল সাফাই, মলমূত্র সাফাই কিংবা বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ কোনও মানুষকে দিয়ে করানো যাবে না। আইনত তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে ম্যানহোলে মানুষ নামানোর প্রয়োজন হয়, তবে তাঁকে জীবন এবং স্বাস্থ্যের সব রকম সুরক্ষা দিতে হবে সরকারকে। এই আইন প্রণয়নের পরেও বার বার দেশের নানা প্রান্তে ম্যানহোলে নেমে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সের ভিতরে সেক্টর ৬ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অধীনে সাফাইয়ের কাজ চলছিল। রাসায়নিক বর্জ্য পরিষ্কারের কাজ চলছিল। পরিষ্কারের কাজ করছিলেন ফরজেম, হাসি এবং সুমন। হঠাৎ পাইপলাইন ফেটে ভিতরে পড়ে যান তিন জন। ওই নালার গভীরতা ছিল ১০ ফুট। সেখানে বর্জ্যমিশ্রিত তরলের স্রোতে তলিয়ে যান সকলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কলকাতা পুলিশ, দমকলবাহিনী এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একটি দল। তাঁদের উদ্ধার করতে গিয়ে ২ দমকল কর্মীও অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে খবর। পরে পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, শ্রমিকরা অক্সিজেন মাস্ক নিয়েই নেমেছিলেন কাজ করতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল। দড়ি বেঁধে টেনে তোলার চেষ্টা হয় তিন জনকে। কিন্তু তত ক্ষণে তিন জনেই জ্ঞান হারিয়েছিলেন। প্রায় চার ঘণ্টা পর, দুপুর দেড়টা নাগাদ যখন তাঁদের উদ্ধার করা গেল, তখন কারও শরীরে প্রাণ নেই। উচ্ছিষ্ট চামড়ার বর্জ্যের গন্ধে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় সকলের মৃত্যু বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তবে এলাকাটি কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত নয়, কেএমডিএ-র এলাকা। সেখানে ঠিকা শ্রমিকদের চুক্তি ভিত্তিতে কারা নিয়োগ করে, কীভাবে নিয়োগ করা হয়, সেসব নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই।

# যোগেশচন্দ্রে পুলিশি প্রহরায় সম্পন্ন বাগদেবীর আরাধনা

## ব্রাত্য-মালা ঢুকতেই 'বিচার চাই' স্লোগান

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে কড়া পুলিশি প্রহরায় যোগেশচন্দ্র কলেজের ভিতরে হল আইন বিভাগের পুজো। সেই পুজো দেখতে গিয়ে পড়ুয়াদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, স্থানীয় সাংসদ মালা রায়। তাঁদের দেখে পাল্টা 'বিচার চাই' স্লোগান দিতে শুরু করেন আইনের ছাত্র-ছাত্রীরা। তাঁরা দাবি তোলেন, কলেজ ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে। বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে হাইকোর্ট আগেই নির্দেশ দিয়েছিল। পড়ুয়াদের অভিযোগ, তার পরেও ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ব্রাত্য চার জন ছাত্রীকে কথা বলার জন্য অধ্যক্ষের ঘরে ডেকে পাঠান। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পরে প্রতিমা দর্শন করে কলেজ থেকে বেরিয়ে যান তিনি। মালা জানিয়েছেন, এত দিন এ বিষয়ে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করবেন তিনি। তবে পড়ুয়ারা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ুক, তা চান না তিনি। শিক্ষা দপ্তরের একটি সূত্র জানাচ্ছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর এ বিষয়ে পদক্ষেপ করবেন শিক্ষামন্ত্রী।

রবিবার সকাল থেকে কলেজের বাইরে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ মেনে পরিচয়পত্র দেখে তবেই পড়ুয়াদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে কলেজের ভিতরে। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার অজয় প্রসাদ নিজেও যান কলেজে। এর মধ্যেই কলেজে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। পড়ুয়াদের অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও কলেজে বহিরাগতেরা প্রবেশ করে চলেছেন। ছাত্রীদের অভিযোগ, তাঁদের অশালীন ভাষায় হুমকিও দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। বিক্ষোভ দেখিয়ে 'বিচার চাই' স্লোগান তোলেন তাঁরা। এর পরেই চার ছাত্রীকে অধ্যক্ষের ঘরে ডেকে বৈঠক করেন ব্রাত্য। বৈঠক শেষে কলেজ থেকে বেরিয়ে যান তিনি।

রবিবার দুপুরে আইন কলেজের পুজো দেখতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন স্থানীয় সাংসদ তথা কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য মালা রায়। কলেজ থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, 'পুজোর দিনে 'বিচার চাই' স্লোগান শুনব না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব রকম পুজো, উৎসবে উৎসাহ দেন। সেই মতো সব ছাত্র-ছাত্রী পুজোয় শামিল হবেন, এটাই চাইব।' তিনি এ-ও দাবি করেছেন, এর আগে কোনও দিন তাঁকে এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কোনও অভিযোগ জানাননি। তাঁর কথায়, 'রবিবার অভিযোগ জানাল। আমি কথা বলে নেব। আমরা চাইব না, পড়ুয়ারা রাজনীতিতে জড়াক।'

গত শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট যোগেশচন্দ্র আইন কলেজে পুলিশ মোতায়েন করে সরস্বতী পুজোর অনুমতি দেয়। উচ্চ আদালত জানায়, বহিরাগতেরা যাতে কলেজে প্রবেশ করতে না পারেন, তা নিশ্চিত করবে পুলিশ। কলেজে কারা প্রবেশ করছেন, কারা বার হচ্ছেন, তার উপরও নজর দিতে হবে। এর পরেও বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ে সরস্বতী পুজোর দিন বিক্ষোভ দেখালেন আইন বিভাগের পড়ুয়ারা।

যোগেশচন্দ্র আইন কলেজ এবং যোগেশচন্দ্র ডে কলেজের ক্লাস হয় একই ক্যাম্পাসে। আইন কলেজের এক পড়ুয়া তাঁদের কলেজ চত্বরে সরস্বতী পুজো করতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। মামলাকারী অভিযোগ করেছিলেন, যে জায়গায় তাঁরা পুজো করে এসেছেন, তা দখল করেছে ডে কলেজ। আদালতে ডে কলেজের তরফে দাবি করা হয়, পুজোর জায়গায় অস্থায়ী নির্মাণ তৈরি করেছেন বহিরাগতেরা। এই বহিরাগতদের কলেজে প্রবেশের উপর আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। অভিযোগ উঠেছে, সম্প্রতি কলেজে এই বহিরাগতদের 'উপদ্রব' আবার বৃদ্ধি পেয়েছে। গত শুক্রবার পুলিশ মোতায়েন করে সরস্বতী পুজোর কথা জানিয়ে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজের ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই যোগেশচন্দ্র কলেজে সরস্বতী পুজোর দিন বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিযোগ উঠল। শিক্ষামন্ত্রী, সাংসদকে দেখে স্লোগান দিলেন একদল আইনের পড়ুয়া।

অন্যদিকে, মূল ক্যাম্পাসে পুজো করতে না পেরে বিক্ষোভ দেখান যোগেশচন্দ্র ডে কলেজের পড়ুয়ারাও। তাঁদের দাবি, ক্যাম্পাসের ভিতরে পুজো করতে দেওয়া হয়নি তাঁদের। বাধ্য হয়ে কলেজের বাইরে ইন্দ্রাণী পার্কের সামনে পুজোর আয়োজন করেন তাঁরা। এই নিয়ে আঙুল তুলেছেন কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ রায়ের দিকে।

অন্যদিকে, অধ্যক্ষ কলেজের ভিতরে নিজের উদ্যোগে ছোট প্রতিমা বসিয়ে পুজো করেছেন। পড়ুয়াদের অভিযোগ উড়িয়ে তিনি জানিয়েছেন, হাইকোর্টের নির্দেশে পুজোর জন্য কমিটি গড়ে দিয়েছেন। টাকা দিয়েছেন। তার পরেও তাঁকে পুজো নিয়ে কিছুই জানানো হয়নি। সেই টাকা কোথায়, কী ভাবে খরচ হয়েছে, তা তিনি জানেন না।

# 'সময় এলে তৃণমূলের গুন্ডাদের হিসেব হবে'

## গৌরীপুরে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি পরিদর্শনের পর হুঁশিয়ারি সুকান্তর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** তৃণমূলের হয়ে এখন যারা গুন্ডামি করছেন, সময় এলে সব হিসেব নেওয়া হবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না। নৈহাটিতে এসে শাসকদলের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীকে এভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। প্রসঙ্গত, শুক্রবার নৈহাটিতে তৃণমূল কর্মী সন্তোষ যাদবকে ইঁট দিয়ে থেঁতলে খুন করা হয়েছে। বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ঘটনার দিন রাতে একাধিক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে লুটপাট করা হয়েছে। দলীয় কার্যালয় সিং ভবনে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগানো হয়েছে। রবিবার বেলায় নৈহাটির গৌরীপুরে হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিজেপি কর্মী মুকেশ সাউ ও কানাই সাউয়ের বাড়ি পরিদর্শন করেন সুকান্ত মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।

পরিদর্শন শেষে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ২০২৬ সালে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। তাঁর আগে বাংলায় তৃণমূল ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। মিথ্যা মামলায় বিজেপি কর্মীদের ফাঁসানো হচ্ছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, তৃণমূলের হয়ে এখন যারা গুন্ডামি করছেন। তাদের নাম খাতায় লেখা হচ্ছে। সময় এলে সব হিসেব নেওয়া হবে। সুকান্তের কথায়, দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল বিজেপি। যেখানে দলের সদস্য সংখ্যা ১২-১৩ কোটি। সেই দলের পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। অথচ পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। উল্টে সিং ভবনের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, পুলিশ সরিয়ে নিলে সনৎ গুন্ডা এবং এখানকার সাংসদ বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন না। সুকান্ত মজুমদারের আরও দাবি, যিনি গুন্ডারাজ খতমের দাবি করেছিলেন। তিনি তো সবচেয়ে বড় গুন্ডা। গত চার মাসে এখানে পাঁচটা খুনের ঘটনা ঘটেছে। ব্যারাকপুরে নতুন পুলিশ কমিশনার নিয়ে তিনি বলেন, নতুন পুলিশ কমিশনারের ওপর তাদের আস্থা নেই। আগেও উনি এখানকার পুলিশ কমিশনার ছিলেন। তৎকালীন সময়ে অর্জুন সিংকে উনি খুনের চক্রান্ত করেছিলেন। উত্তরপ্রদেশ থেকে ভাড়াটে গুন্ডা এনেছিলেন। এবার দলের সক্রিয় কর্মী প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডেকে খুনের চক্রান্ত করা হচ্ছে। সেইজন্য ব্যারাকপুরে অজয় ঠাকুরকে পাঠানো হয়েছে। তৃণমূলকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে সুকান্ত মজুমদার এদিন বলেন, তৃণমূল যদি না শুধরায়, যেভাবে শুধরাবে সেই মন্ত্র তাঁদের জানা আছে।



মদনের করা উক্তি প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, মদন মিত্র পুরানো তৃণমূল দেখেছেন। নতুন তৃণমূলও দেখেছেন। তবে যারা এসব বলছেন, তাঁরা তৃণমূল ছেড়ে ঘরে বসে থাকুন। তাঁর কথায়, তৃণমূল করা মানে পাপ করা। কুম্ভমেলায় গিয়ে পাঁচবার স্নান করলেও, সেই পাপ দূর হবে না। অপরদিকে, প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এদিন বলেন, লোটোর কারবারি গুড্ডু, মদ বিক্রেতা কাউ এখন তৃণমূলের সম্পদ। নিহত সন্তোষ যাদবও একজন দুষ্কৃতী ছিল। ওকে খুনে করেছে নৈহাটির আরেক দুষ্কৃতী। অথচ তৃণমূল বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। তাঁর দাবি, তৃণমূলে এখন পুলিশ, গুন্ডা ছাড়া আর কেউ নেই। তাঁর অভিযোগ, পার্থ ভৌমিকের নির্দেশে সনৎ দে-র পরিচালনায় কাউ, গুড্ডু, রণ-রা দলবল নিয়ে সিং ভবনে ভাঙচুর করেছে। তাঁর দাবি, বামজমানায় নৈহাটির ত্রাস অঞ্জন দাশগুপ্তের অন্যতম শাগরেদ এই কাউ ও গুড্ডু। এদিন তিনি আরও বলেন, ২২টি দলীয় কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করে লুটপাট করা হয়েছে। সিং ভবনেও ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়েছে। সিং ভবনের মালিকের একটা পিঁপড়ে মারার ক্ষমতা নেই। অথচ তাঁর নামে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। আসলে সনৎ দে, অশোক চ্যাটার্জিরা 'সিং ভবন' দখল করে প্রোমোটারি করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

গেরুয়া শিবিরের লড়াকু সৈনিক আরও বলেন, মিথ্যা মামলাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন। হামলার প্রতিবাদে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নৈহাটিতে প্রতিবাদ মিছিল হবে। মিছিল শেষে গৌরীপুর চৌমাথা মোড়ে তিনি জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। ব্যারাকপুরে নতুন পুলিশ কমিশনার নিয়োগ নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, আলোক রাজোরিয়া বড় নেতা, নাকি অজয় ঠাকুর বড় নেতা। এখন কে বড়, সেটা প্রমাণের প্রতিযোগিতা চলছে। এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে, রূপক মিত্র প্রমুখ।

# শ্রীখণ্ডা ইস্ট গড়িয়া এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটে
# সরস্বতীর আরাধনায় পঞ্চকন্যা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এবার দু'দিন রবিবার, সোমবার সরস্বতী পুজো। দক্ষিণ শহরতলির নরেন্দ্রপুর এলাকার শ্রীখণ্ডা ইস্ট গড়িয়া এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটের পাঁচ ছাত্রীর এই পুজো প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে অনেক আগে থেকেই। কারণ, এ বছর স্কুলের সরস্বতী পুজোর শুধু আয়োজনই নয়, নবম, দশমের এই পাঁচ কিশোরীই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে বাগদেবীর আরাধনাও করবে, এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষই।

বৈষম্য দূর করে নারীর ক্ষমতায়নে রাষ্ট্রকে এখনও আইন বিধি তৈরি করতে হয়। নারী অবলা, পিছিয়ে পড়া এমন শব্দবন্ধও এখনও ব্যবহার করেন অনেকে। অথচ ঋগ্বেদের যুগে নারীর শিক্ষাদীক্ষা, প্রতিষ্ঠা ছিল পুরুষের ঈর্ষার কারণ। শুধু তাই নয়, তখন নারীরা স্তোত্রপাঠও করতেন, করতেন পৌরোহিত্যও। এই সব অনেকাংশেই বিস্মৃত বর্তমান সমাজ। আমরা ভুলেছি অপালা, বিশ্ববারা, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রাদের কথা।

তবে পুরুষ এবং ব্রাহ্মণই একমাত্র পুজোয় মন্ত্রোচ্চারণের অধিকারী এই বিশ্বাসে ঘা পড়তে থাকে গত বেশ কয়েক বছর ধরে। এবার নারীদের সেই অধিকার যেন আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে এই পঞ্চকন্যা; সায়নী দেবনাথ, সৌমিলী পাল, মেঘনা মণ্ডল, সুপ্রাপ্তি আদক, অনসূয়া ভট্টাচার্য।

মাসখানেক আগে সদ্য প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা বসু বহু দিন ধরেই চেয়েছিলেন এমন একটা অসাধ্যসাধন করতে। অবশেষে অন্য শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং পরিচালন কমিটির সদস্যরা তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেওয়ায় মেয়েদের পৌরোহিত্যে সরস্বতী পুজোর আয়োজনে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। এরপর থেকে শুরু হয় প্রস্তুতি। কেউ সরস্বতী পুজোর পদ্ধতির বই উল্টেপাল্টে পড়েছে। আবার কেউ পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র এই ক'দিনে একেবারে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। কেউ আবার সংস্কৃত উচ্চারণ ঠিকঠাক করতে ইউটিউবেরও সাহায্য নিয়েছে। আচমন থেকে আসন, শুদ্ধি, পঞ্চ দেবতার পুজোর সঙ্গেই পুস্তিকা পুজোর পদ্ধতি অনেকটাই এখন জানা হয়ে গিয়েছে ওদের। পুজোয় পৌরোহিত্য করার সুযোগ পেয়ে বৈদিক যুগের মহীয়সীদের নামে যেমন ওরা পুলকিত ঠিক তেমনই কিছুটা নিজেদের অজান্তেই আঘাত হেনে ফেলছে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, ব্রাহ্মণ্যবাদেও।

## পুলিশের ডিআইজির উপস্থিতিতে পুস্তক প্রকাশ

**কলকাতা:** শনিবার এসবিআই অডিটোরিয়ামে প্রকাশ পেয়েছে গৌতম ভট্টাচার্য ও দেবারতী মুখোপাধ্যায়ের যৌথ উপন্যাস 'দুঃসাহসের ইজারা' রুদ্ধশ্বাস এক ইনভেস্টিগেটিভ থ্রিলার। রয়েছে টানটান উত্তেজনা, রোমাঞ্চ ও আর্থ সামাজিক অসহায়তা মিশ্র ভয়! পুলিশি তদন্তভিত্তিক থ্রিলারে উন্মোচিত হয়েছে বিস্ময়, প্রতারণা ও শিহরণ! 'প্রাইভেট গোয়েন্দা কি শুধু গল্পই থাকে? আলোচনা করেছেন উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথি বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতি গবেষক ও ডিআইজি (নিরাপত্তা) সুখেন্দু হীরা, গায়ক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, টেকনো গ্রুপের চেয়ারম্যান সত্যম রায়চৌধুরী, সুধাংশু শেখর দে, ত্রিদিব চ্যাটার্জী, চলচ্চিত্র পরিচালক অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী, অভিনেতা বিশ্বনাথ বসু ও চলচ্চিত্র পরিচালক প্রতিম ডি গুপ্ত আর অনেকেই। অন্যদিকে রাজ্য পুলিশ আধিকারিক সুখেন্দু হীরার 'অন্য ভাবনা অন্য ভ্রমণ' বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে করণা প্রকাশণী থেকে। লেখক বইটি উৎসর্গ করেছেন তার শিক্ষক ড রথীন্দ্রনাথ মিত্রকে।

## শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে 'গ্লিটেরিয়া'

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ১ ফেব্রুয়ারি ডি কে এস স্পোর্টস কমপ্লেক্সে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স আনল 'গ্লিটারিয়া - এভরি ডে ডায়মন্ডস ফর ইউ'। এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল চোখ ধাঁধানো ফ্যাশন শো ও এক বিশেষ সন্ধ্যার। 'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স' হল এক ঐতিহ্যবাহী গয়না প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান যারা বছরের পর বছর ধরে সুন্দর, নতুনত্ব ও অভিনব ডিজাইনার, হ্যান্ডক্র্যাফটেড সোনার ও হীরের এক্সক্লুসিভ গয়না তৈরি করার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। 'গ্লিটারিয়া' হল সংস্থার এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ডের হীরের গয়না যা একজন নারীর প্রতিদিনের কাজের বা অন্য সব মুহূর্তগুলো উজ্জ্বলতায় ভরিয়ে রাখে।

এই হীরের গয়নার দাম যেমন সাধ্যের মধ্যে তেমনই প্রতিটি গয়না আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত। এছাড়া থাকবে লাইফটাইম এক্সচেঞ্জ আর গ্যারান্টিযুক্ত বাই-ব্যাক পলিসি, এক্সচেঞ্জে ১০০ শতাংশ হীরের মূল্য ফেরত। সেই সঙ্গে আজীবন বিনামূল্যে পরিষ্কার ও গহনার সার্ভিসিং এর সুবিধাও থাকছে। ৪ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 'বিশেষ উদ্বোধনী অফার' যেমন থাকছে তার সঙ্গে রয়েছে এক গুচ্ছ আকর্ষণীয় ছাড়।

হীরের গয়নার ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ মজুরিতে ছাড়। সোনার গয়নার ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ মজুরিতে ছাড়। সেইসঙ্গে মেগা লাকি ড্রতে থাকছে একটি হীরের নেকলেস আর তিনটি হীরের নেকচেন। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আরেক ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, 'এই বিশেষ লঞ্চ ইভেন্টের মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করা।' এই বিশেষ লঞ্চ অফারটি কলকাতার (গড়িয়াহাট, বেহালা আর বারাসাত) ও ত্রিপুরার (আগরতলা, উদয়পুর আর ধর্মনগর) সব শোরুমে ৪ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকবে।

*কলকাতার বাগবাজারে হরনাথ হাইস্কুলে সাড়ম্বরে পালিত সরস্বতী পুজো। প্রধান উদ্যোক্তা পদ্মশ্রী প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কাজি মাসুম আখতার। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা প্রমুখ।*

*ব্যারাকপুরের সুকান্ত সদনে পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ৫১ তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে উদ্বোধনের এক মুহূর্ত।*

*দুর্গাপুজোর পাশাপাশি উত্তর কলকাতার চোরবাগানের থিমের সরস্বতী পুজোও নজর কেড়েছে। বসন্ত পঞ্চমীতে রবিবার চোরবাগানে থিমের সরস্বতী দেখতেই থিকথিকে ভিড়।*

*নিজস্বী...বাঙালি ভ্যালেন্টাইন্সের দিনে ময়দানে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।*

## বাজেটে বিহার কি পেয়েছে, তা নিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত: কুণাল ঘোষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বাজেটে বিহার কি পেয়েছে, তা নিয়ে বিহারের জনগণই বিভ্রান্ত। কটাক্ষ করে এমনটাই বললেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ।

রবিবার কুণাল ঘোষ বলেছেন, বিহার একটি ললিপপ পেয়েছে। বিহারকে কি দেওয়া হয়েছে? বিহারের জনগণই বিভ্রান্ত। মনে হচ্ছে বিহার অনেক কিছু পেয়েছে, কিন্তু কার্যকরভাবে কিছুই পাবে না। বাজেটে, বাংলায় কিছু পাইনি।

কুণাল ঘোষ আরও বলেছেন, বিহার পেয়েছে ললিপপ আর পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে 'ঠেঙ্গা'...এই বাজেটে বাংলার জন্য কিছু নেই। আদিবাসী, যুবক, কৃষক, রেলওয়ে নিরাপত্তার জন্য কিছুই নেই। এই বাজেটে রেলের গুরুত্ব একেবারেই মুছে ফেলা হয়েছে।

## জলপাইগুড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় প্রৌঢ়ের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি:** জলপাইগুড়িতে রাস্তার মাঝে অজ্ঞাত পরিচয় প্রৌঢ়ের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার। রবিবার সকালে হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রোডে ঘুঘুডাঙা এলাকায় দেহটি উদ্ধার হয়েছে। মৃতের বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। এদিন সকালে রাস্তায় প্রৌঢ়কে পড়ে থাকতে দেখেন এলাকার মানুষজন।

প্রৌঢ়ের মাথায় গুরুতর চোট ছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, কোনও গাড়ির ধাক্কায় ওই প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে।

*জয় জয় দেবী... জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুষঙ্গে বাণীবন্দনায় লেক কালীবাড়ি।*

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল 'কার্তিক নস্কর', পিতা মৃত শরৎ নস্কর, সাং ও পোষ্ট বিপ্রন্নপাড়া, হাওড়া-৭১১৪১১। ১) শ্রী দীপক নস্কর, পিতা মৃত নিমাই চন্দ্র নস্কর, ২) শ্রীমতি শেফালী মন্ডল ও ৩) শ্রীমতি অর্চনা সেনাপতি মহাশয়ের পক্ষে আমমোক্তারকারী নিযুক্ত শ্রী মনোজ কুমার গুপ্তা, পিতা সুরেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা মহাশয়ের নিকট হইতে সাব রেজিষ্ট্রী ডোমজুড় অফিসে ০০৫১৩/২০২৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বিপ্রন্নপাড়া, জে.এল. নং ২৭, এল.আর. খতিয়ান নং-১০৬৬, এল.আর. ৩৯৯৫ নং দাগে ০.৫৪৫ শতক ডাঙ্গা জমি ও এল আর ৩৯৯৮ নং দাগে ০.২৮ শতক ডাঙ্গা জমি ডি.এস.আর. হাওড়া-২ অফিসে ০৪১৮৭/২০২২ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর. ডোমজুড় অফিসে অ্যাপিল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

আমার মক্কেল 'ইনেজ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ফ্রাব্রিকেশান প্রাইভেট লিমিটেড' এর পক্ষে মনোনীত ব্যক্তি শ্রী আনিশ কুমার সিং, পিতা শ্রী আনন্দ কুমার সিং, সাং-১৮১/বি/১, কবি গুরু সরনি রোড, কোলকাতা-৩৬। ১) শ্রীমতি শ্যামলী সর্দার, স্বামী দীলিপ সর্দার, ২) শ্রী দেবাশীষ মন্ডল ও ৩) শ্রী সুভাশীষ মন্ডল, পিতা মৃত হৃষিকেশ মন্ডল মহাশয়ের পক্ষে আমমোক্তারকারী নিযুক্ত ১) লালমোহন নস্কর, ২) অরুন নস্কর, ৩) লক্ষীকান্ত নস্কর, সকলের পিতা মৃত সুধীর নস্কর মহাশয়ের নিকট হইতে সাব রেজিষ্ট্রী ডোমজুড় অফিসে ০০২৮১/২০২২ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বিপ্রন্নপাড়া, জে.এল. নং ২৭, এল.আর. খতিয়ান নং-২৫৭২, এল.আর. ৩৯৮২ নং দাগে ০.৫০ শতক ডাঙ্গা জমি ডি.এস.আর. হাওড়া-২ অফিসে ০৮৯৪০/২০২২ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর. ডোমজুড় অফিসে অ্যাপিল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

আমার মক্কেল 'কৌশিক প্রিন্টিং ইনক' এর পক্ষে মনোনীত ব্যক্তি শ্রী কুশল কুমার রায়চৌধুরী, পিতা স্বর্গীয় শচিন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, সাং- পিয়ারী মোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট, পোষ্ট-বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২। শ্রীমতি ছবি সুভাষ বেলেল, পিতা মৃত বিশ্বনাথ বেলেল মহাশয়ার পক্ষে আমমোক্তারকারী নিযুক্ত শ্রী বিভাষ বেলেল, পিতা মৃত বিশ্বনাথ বেলেল মহাশয়ের নিকট হইতে জয়েন্ট সাব রেজিষ্ট্রী, থানে-৪ অফিসে ৪০৪৩/২০২২ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বানীয়াড়া, জে.এল. নং ২৬, এল.আর. খতিয়ান নং-১১০৯, এল.আর. ৬০৩ নং দাগে ১২২ শতক শালি জমি ডি.এস.আর. হাওড়া-২ অফিসে ০০০৮৬/২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর. ডোমজুড় অফিসে অ্যাপিল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

আমার মক্কেল 'ইনেজ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ফ্রাব্রিকেশান প্রাইভেট লিমিটেড' এর পক্ষে মনোনীত ব্যক্তি শ্রী আনিশ কুমার সিং, পিতা শ্রী আনন্দ কুমার সিং, সাং-১৮১/বি/১, কবি গুরু সরনি রোড, কোলকাতা-৩৬। ১) শ্রীমতি শ্যামলী সর্দার, স্বামী দীলিপ সর্দার, ২) শ্রী দেবাশীষ মন্ডল ও ৩) শ্রী সুভাশীষ মন্ডল, পিতা মৃত হৃষিকেশ মন্ডল মহাশয়ের পক্ষে আমমোক্তারকারী নিযুক্ত ১) লালমোহন নস্কর, ২) অরুন নস্কর, ৩) লক্ষীকান্ত নস্কর, সকলের পিতা মৃত সুধীর নস্কর মহাশয়ের নিকট হইতে সাব রেজিষ্ট্রী ডোমজুড় অফিসে ০০২৮১/২০১৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বিপ্রন্নপাড়া, জে.এল. নং ২৭, এল.আর. খতিয়ান নং-২৫৭২, এল.আর. ৩৯৯২ নং দাগে ০.১০ শতক ডোবা জমি ডি.এস.আর. হাওড়া-২ অফিসে ০৯০০৬/২০২২ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর. ডোমজুড় অফিসে অ্যাপিল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

আমার মক্কেল শ্রী তরুন কুমার সরকার, পিতা-যামিনী নাথ সরকার মহাশয় ইং ১২.০৮.১৯৯২ তারিখে বুক নং IV, ভ্যলুম নং-০৮, পাতা নং-৩৩ হইতে ৩৮, বিয়িং নং-৩৫১ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী সন্তোষ কুমার ভৌমিক, পিতা-বিরেন্দ্রনাথ ভৌমিক-এর নিকট হইতে চকপাড়া মৌজার জে.এল. নং-১১১, সাবেক ১২৩২ নং খতিয়ানভুক্ত ১৫৫৮ নং দাগে ৪৪ শতক সাবেক ৭৭নং খতিয়ানভুক্ত ১৫৭৪ নং দাগে ২৯ ১/৩ শতক এবং ১৩৪৭ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৫৭১ নং দাগে ৩৭ শতক শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে বালি-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল ১) শ্রী সুমন মজুমদার, পিতা-শ্রী সুশিল রঞ্জন মজুমদার, ২) শ্রী উৎপল ভৌমিক, পিতা-শ্রী প্রশান্ত ভৌমিক মহাশয় দ্বয় ইং ২৭.০৮.২০০৪ তারিখে হাওড়া A.D.S.R. অফিসে বুক নং IV, ভ্যলুম নং-০৮, পাতা নং-২৫৪ হইতে ২৫৮, বিয়িং নং-৫৯২ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী গদাধর কর্মকার, পিতা-'অক্ষয় কুমার কর্মকার-এর নিকট হইতে চকপাড়া মৌজার জে.এল. নং-১১১, সাবেক ৮৪৭ নং খতিয়ানভুক্ত ৭৯৭ নং দাগের ৬ কাঠা ০৫ ছটাক শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে বালি-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল 'ইনেজ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ফ্রাব্রিকেশান প্রাইভেট লিমিটেড' এর পক্ষে মনোনীত ব্যক্তি শ্রী আনিশ কুমার সিং, পিতা শ্রী আনন্দ কুমার সিং, সাং- ১৮১/বি/১, কবি গুরু সরনি রোড, কোলকাতা-৩৬। ১) শ্রী গুরুপদ মন্ডল, পিতা মৃত হারাধন মন্ডল, ২) শ্রী দেবাশীষ মন্ডল ও ৩) শ্রী সুভাশীষ মন্ডল, পিতা হৃষিকেশ মন্ডল মহাশয়ের পক্ষে আমমোক্তারকারী নিযুক্ত শ্রী নবকুমার দাস, পিতা মৃত ভদ্রেশ্বর দাস মহাশয়ের নিকট হইতে সাব রেজিষ্ট্রী ডোমজুড় অফিসে ০০২৩০/২০১৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বিপ্রন্নপাড়া, জে.এল. নং ২৭, এল.আর. খতিয়ান নং-২৫৭২, এল.আর. ৩৯৮২ নং দাগে ০.০২ শতক ডাঙ্গা জমি ডি.এস.আর. হাওড়া-২ অফিসে ০৮৯৪০/২০২২ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর. ডোমজুড় অফিসে অ্যাপিল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

আমার মক্কেল '১) শ্রী শ্রীবাস বেলেল, ২) শ্রী প্রকাশ বেলেল, ৩) শ্রী কৈলাশ বিশ্বনাথ বেলেল, ৪) শ্রী বিভাস বিশ্বনাথ বেলেল', সকলের পিতা মৃত বিশ্বনাথ বেলেল, সাং ও পোষ্ট বিপ্রন্নপাড়া, হাওড়া-৭১১৪১১। ১) শ্রীমতি সুমন আগরওয়াল, স্বামী শ্রী রতন কুমার আগরওয়াল, ২) শ্রীমতি সুধাদেবী আগরওয়াল, স্বামী শ্রী অশোক কুমার আগরওয়াল ও ৩) শ্রীমতি কল্যানী আগরওয়াল, স্বামী শ্রী অনিল কুমার আগরওয়াল মহাশয়ার পক্ষে আমমোক্তারকারী নিযুক্ত শ্রী মনোজ কুমার গুপ্তা, পিতা সুরেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা মহাশয়ের নিকট হইতে ডি.এস.আর. হাওড়া-২ অফিসে ০৭২৩৮/২০২২ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বানীয়াড়া, জে.এল. নং ২৬, এল.আর. খতিয়ান নং-২৩০২, ২৩০৩। ২৩০৪, এল.আর. ৫৯৫ নং দাগে ২.৪২ শতক ও এল.আর. ৫৯৬ নং দাগে ৫.৬৩ শতক শালি জমি ডি.এস.আর. হাওড়া-২ অফিসে ০৪০৬৩/২০২২ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর. ডোমজুড় অফিসে অ্যাপিল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

### আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ৩ রা ফেব্রুয়ারি । ২০ শে মাঘ দেবী শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা।শ্রী পঞ্চমী তিথি মুহূর্ত। ষট্ পঞ্চমী তিথি। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী র জন্মতিথী। জন্মে মীন রাশি। অষ্টত্তরী শুক্র র দশা, বিংশোত্তোরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

**বৃষ রাশি :** পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

**কর্কট রাশি :** আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইনজিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

**কন্যা রাশি :** পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

**তুলা রাশি :** প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

**বৃশ্চিক রাশি :** পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

**ধনু রাশি :** সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

**মকর রাশি :** সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

**কুম্ভ রাশি :** আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

**মীন রাশি :** কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

**(আজ দেবী শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা। শ্রী পঞ্চমী তিথি মুহূর্ত। ষট্ পঞ্চমী তিথি। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী র জন্ম উৎসব)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

### শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ২০ মাঘ ১৪৩১ সোমবার

# উচ্চ মাধ্যমিকে আরও কড়া সংসদ

## স্কুলে স্কুলে পাঠানো হল মেটাল ডিটেক্টর



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** উচ্চমাধ্যমিকে প্রশ্নফাঁস রুখতে একের পর এক কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে সংসদ। এবার পর্ষদের তরফ থেকে স্কুলগুলোতে পাঠানো হচ্ছে মেটাল ডিটেক্টর। প্রসঙ্গত, গত বছর স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলোতে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি চালানো হয় পুলিশের তরফ থেকে। এবছর থেকে সেই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে চলেছে শিক্ষা সংসদ। এবছর পরীক্ষার্থীদের তল্লাশিতে আর পুলিশ নয়। এবছর সে কাজ করবেন কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা। আর সেই কারণেই যে সমস্ত স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে, তাদের হাতে শিক্ষা সংসদের তরফ থেকেই তুলে দেওয়া হবে একটি 'মেটাল ডিটেক্টর'।

কয়েকবছর ধরে পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যেই সমাজমাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এরপর ২০২৪ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ করা হয়। যার মধ্যে অন্যতম ছিল, স্পর্শকাতর পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে 'মেটাল ডিটেক্টর'- এর মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের তল্লাশি। সংসদের এক আধিকারিক জানান, একটি করে 'মেটাল ডিটেক্টর' স্কুলগুলিকে দেওয়া হলেও এর মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ করাতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যায়। তাই স্কুলগুলিকে কোনও প্রশাসনিক দপ্তর থেকে আরও একটি 'মেটাল ডিটেক্টর' জোগাড় করার পরামর্শ দিয়েছে সংসদ। এছাড়াও প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে 'বাছাই' ক্ষেত্রেও নয়া ব্যবস্থা আনতে চলেছে সংসদ। এতদিন প্রশ্নপত্র প্রথমে 'ট্রেজারি' বা নির্দিষ্ট থানায় যেত। সেখান থেকে সেগুলি ভাগ করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হত। সেখান থেকে প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে যেত সমস্ত প্রশ্নপত্র। এর পর পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রধান পরীক্ষকের ঘরে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলে তা পরীক্ষার 'হল' অনুযায়ী পুনরায় 'সিল' করে পাঠানো হত। এবার সংসদের তত্ত্বাবধানে ছাপাখানাতেই প্রশ্নপত্র বাছাই হবে। পরীক্ষার্থী সংখ্যার উপর নির্ভর করে প্রশ্নপত্রের প্যাকেটিং করা হবে। পরীক্ষার্থীদের সামনেই পরীক্ষা শুরুর ৫ মিনিট আগে খোলা হবে এই প্রশ্ন প্যাকেট।

# সরস্বতী পুজোয় জেলায় জেলায়

## বিশেষ বার্তা বঙ্গ বিজেপির নেতাদের



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতায় একাধিক কলেজে পুজোয় বাধার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। এমনই এক বিতর্কিত আবহে এই সরস্বতী পুজোকে হাতিয়ার করেই সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে চাইছে বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেড। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই জেলা নেতৃত্বের কাছে বিশেষ বার্তা পাঠানোও হয়েছে রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে। এই বার্তায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, যত বেশি সম্ভব সরস্বতী পুজোর আয়োজন করার। দলের জেলা কার্যালয় থেকে স্থানীয় এলাকার পুজোগুলিতে বাড়তি নজর দিতেও বলেছে বঙ্গ বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। একইসঙ্গে বিধায়ক-সাংসদদেরকে বার্তা, পুজোয় অংশ নেওয়ার। তবে এদিকে আবার সংসদে চলছে বাজেট অধিবেশন। ফলে সাংসদরা দিল্লিতে ব্যস্ত। সেক্ষেত্রে এই তদারকি করতে হবে টেলিফোনে, যাতে পুজোয় বিজেপির লোকজনদের উপস্থিতি চোখে পড়ে। পুজো বেশি করে মনীষীদের পুস্তকবিলির উপরেও জোর দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে বঙ্গ বিজেপির নেতাদের তরফ থেকে। বার্তা গিয়েছে আরএসএসের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কাছেও। তাঁদের কর্মীরাও যেন পুজোয় বেশি করে অংশগ্রহণ করেন সে কথাও বলা হয়েছে।

এদিকে রবিবার সকালেই হরিণঘাটা বিধানসভার নগর উখড়ায় সরস্বতী পুজোয় অংশ নিতে যান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। এখানেও আবার সরস্বতী পুজো নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। নগরউখড়া দাসবেরিয়া দাস গোলডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো হবে। আর তা হবে বিডিওর তদারকিতে। সূত্রের খবর, যে পুজো নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল, সেখানে অবশ্য যাবেন না বিরোধী দলনেতা। এলাকার পুজোয় যাচ্ছেন। তেমনটাই জানিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার।

প্রসঙ্গত, ওই এলাকায় তৃণমূল বুথ সভাপতি আলিমুদ্দিন মণ্ডল স্কুলের টিচার ইনচার্জ কাশীরাম বর্মনকে বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো করলে তাঁকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বদলি করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। তারপরেই হস্তক্ষেপ করে প্রশাসন। ওই স্কুলে পুজো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। প্রসঙ্গত, কলকাতা থেকে জেলা সর্বত্র সরস্বতী পুজোয় তৃণমূলের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেছে বিজেপি। এই আবহে বিজেপির এই 'বার্তা' বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতির বিশ্লেষকেরা।

# ঘন কুয়াশার জেরে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে দেরিতে উড়ল বিমান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রবিবার ভোর থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢেকেছিল কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী জেলা। সকালের দিকে দৃশ্যমানতা ১০০ মিটারে নেমে আসে অধিকাংশ জায়গায়। এর প্রভাব পড়ে কলকাতা বিমানবন্দরে উড়ান পরিষেবার উপরেও। বেশ কিছু উড়ান ছাড়তে দেরি হয় কুয়াশার কারণে।

দমদম বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার ভোর ৫টা ৪০মিনিট নাগাদ লো ভিজিবিলিটি প্রসিডিওর (এলভিপি) চালু করা হয়। উল্লেখ্য, কোনও বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা কম থাকলে এলভিপি চালু করা হয়, যাতে



পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা যায়। এলভিপি চালু করার পরে এ দিন সকাল ৮টা থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে মোট ১৭টি উড়ান অবতরণ করতে পেরেছে এবং ২২টি বিমান গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়। দৃশ্যমানতা কম থাকার জন্য ১টি উড়ানের অবতরণ ও ১০টি উড়ান কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ছাড়তে দেরি করে। পাশাপাশি কুয়াশার কারণে একটি উড়ানকে কলকাতার পরিবর্তে অন্য বিমানবন্দরে পাঠানো হয়। কুয়াশায় উড়ান দেরিতে ছাড়া এবং অবতরণের কারণে সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি হয় তাঁদের। এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশও করতে দেখা যায় যাত্রীদের একাংশকে।

প্রসঙ্গত, এদিন সকাল থেকেই কুয়াশার দাপট দেখা গিয়েছে কলকাতা-সহ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায়। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। বরং কুয়াশাচ্ছন্নই ছিল আকাশ। দিনভরই আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন থাকতে পারে বলে জানাচ্ছেন আবহবিদরা। তবে বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই।

## সেলিব্রেটিদের বাণীবন্দনা...

সরস্বতী পুজোয় দেব, সঙ্গে কোয়েল ও তার স্বামী নিসপাল সিং রানে।

বাগদেবীর আরাধনায় দিনভর ব্যস্ত রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। প্রযোজনা সংস্থার অফিসে প্রতিবারের মতো এবারও ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো করলেন সেলেব দম্পতি।

# সরস্বতী পুজো বিতর্কের আবহে শুভেন্দু বিঁধলেন শাসকদলকে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সরস্বতী পুজোর উদ্যোক্তাদের রাত জেগে প্যান্ডেল পাহারা দেওয়ার নিদান দিয়েছেন মালদার পুখুরিয়া থানার ওসি বাপন দাস। তিনি বলেছেন, পুজোর আয়োজকদের রাত পাহারায় থাকার কথা। পুখুরিয়া থানার ওসি বাপন দাসের সেই নিদান দেওয়ার ভিডিও পোস্ট করে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গেল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। সঙ্গে প্রশ্ন তুললেন, 'ছাত্র-ছাত্রীরা রাত জাগবে আর পুলিশ তোলা তুলবে? তৃণমূলকে অপরাধ করার সুযোগ করে দেবে?'

এর পাশাপাশি তিনি এক্স হ্যান্ডেলে এও লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে লক্ষাধিক সরস্বতী পুজোর আয়োজন হয়। গৃহস্থ বাড়ির পুজোর সংখ্যা না হয় গণনার বাইরে রাখলাম। তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাচ্চারা, ছাত্র ছাত্রীরা কি সারারাত জেগে বসে থাকবে? আর পুলিশ কি করবে? পণ্য বহনকারী গাড়ি থেকে তোলা আদায় করবে? তোলামূলি দুষ্কৃতীদের অপরাধ করার সুযোগের সুব্যবস্থার পরিকল্পনা করবে? পুলিশের কথা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে ঠাকুর অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দায়িত্ব উদ্যোক্তাদের। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝুন এই সরকার ও প্রশাসনের মতলব কি, আমাদের সংস্কৃতির রক্ষা আমাদের স্বয়ংকেই করতে হবে, আর তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে।' সঙ্গে যোগেশচন্দ্র কলেজে সরস্বতী পুজোর আবহের ছবি পোস্ট করে এও লেখেন, 'কোনটা যশোর, রংপুর, ঢাকা আর কোনটা কলকাতা, বেলডাঙা, ডায়মন্ড হারবার বুঝতেই পারবেন না।' এরপরই কটাক্ষ করে লেখেন, 'ওপার বাংলা আর এপার বাংলাকে মিলিয়ে দিলেন মহম্মদ ইউনূস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশকে অনুকরণ করে সশস্ত্র বাহিনীর নিরাপত্তায় পুজোর রেওয়াজ এপার বাংলায় চালু করালেন মুখ্যমন্ত্রী। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ ক্যাম্পাসে পুজো হচ্ছে, না সন্ত্রাসবাদী হামলা প্রতিরোধের মহড়া চলছে বোধগম্য হচ্ছে না। সনাতন সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানা বাংলাদেশে যতটা সহজ, পশ্চিমবঙ্গেও সেই কুরুচিকর ধারার আমদানি আগেই করা হয়েছিল তুষ্টিকরণের রাজনীতিকে বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে।' একইসঙ্গে হুঁশিয়ারির বার্তা, 'এ তো সবে শুরু, এখনো অনেক দেখা বাকি আছে।'

প্রসঙ্গত, বিগত কয়েকদিনে কলকাতা-সহ জেলার একাধিক স্কুল কলেজে সরস্বতী পুজোয় বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নাম জড়িয়েছে শাসকদলের নেতাদের। এরইমধ্যে যোগেশ চন্দ্র ল' কলেজের ঘটনায় জল গড়িয়েছে হাইকোর্টে। পুলিশি নিরাপত্তায় সেখানে হচ্ছে পুজো। এই কলেজে পুজোয় বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের ছাত্র নেতা সাব্বির আলির বিরুদ্ধে। ধর্ষণ ও প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ। তা নিয়ে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডেলে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে সেই সাব্বিরের ছবি পোস্ট করেও ক্ষোভ উগরেও দেন শুভেন্দু।

সমাজমাধ্যমে কটাক্ষ করে শুভেন্দু লেখেন, 'মমতার পুলিশের নতুন বাণী, পুজোর উদ্যোক্তাদের রাত জাগার হয়রানি! পশ্চিমবঙ্গে দিকে দিকে সরস্বতী পুজোয় বাধা দিচ্ছেন তৃণমূলের ছাত্রনেতা থেকে তৃণমূল বুথ সভাপতি ও স্থানীয় নেতৃত্ববর্গ। উপদ্রবকারী সকলেই শাসক দলের নেতা কর্মী। কোথাও সদলবলে হুমকি দিচ্ছেন তৃণমূলের ছাত্রনেতা সাব্বির আলি তো কোথাও তৃণমূল বুথ সভাপতি আলিমউদ্দিন মণ্ডল বিদ্যালয়ে ঢুকে হুমকি দিচ্ছেন শিক্ষককে।' এরপরই পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে শুভেন্দু লেখেন, 'পরিস্থিতি প্রতিকূল বুঝতে পেরে পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ আগে থেকেই দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। মালদা পুলিশ জেলার পুখুরিয়া থানার ওসি বাপন দাসের নির্দেশ সরস্বতী পুজোর উদ্যোক্তাদের রাতে পাহারায় থাকতে হবে!'

অন্যদিকে যোগেশের ঘটনায় বিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও। চাপানউতোরের মধ্যেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছ থেকে রিপোর্টও চেয়ে পাঠিয়েছেন। সেই রিপোর্ট ব্রাত্য জমাও দিয়েছেন বলে খবর।

# ভিসার গেঁড়োয় জট ভারত-বাংলাদেশের বিয়েতেও

**অশোক সেনগুপ্ত**

'তুমি আসবে ওগো হাসবে,
কবে হবে সে মিলন...'।

বাংলাদেশের নয়া স্বাধীনতার ছ'মাস হতে চলল। লোকচক্ষুর আড়ালে আশঙ্কায়, অনিশ্চয়তায়, অসহায়ভাবে দিন গুনছেন অনেকে। বিয়ের জন্যও মিলছে না ভিসা। এপারের হবু পুত্রবধূকে বরণ করতে তাই ওপারের হিন্দু পাত্রীপক্ষ যাচ্ছেন শ্রীলঙ্কায়। আবার, এপার বাংলা থেকে পাত্রপক্ষ মিলিত হচ্ছেন সেখানকার হোটেলে। শ্রীলঙ্কা তো আর ভারত ও বাংলাদেশের শত্রুরাষ্ট্র নয়! সেখানেই হবে চার হাতের মিলন।

বাংলাদেশে গত ৫ অগস্টের পালাবদলের পর শেখ হাসিনার আমলে নিয়োজিত কিছু কূটনীতিক ফাঁপড়ে পড়েন। তাঁদের দু'জনকে বসিয়ে দেন ঢাকার তত্ত্বাবধায়করা। একজন ছিলেন দিল্লির দূতাবাসের দায়িত্বে। ঢাকায় না ফিরে তিনি চলে গিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে গিয়ে নতুনভাবে কর্মজীবন শুরু করেছেন। অপর জনের দায়িত্ব ছিল কলকাতার উপদূতাবাসে। বয়স্ক মা-বাবা, স্ত্রী ও দুই স্কুলপড়ুয়া কন্যাকে নিয়ে তিনি পড়েছেন ফাঁপড়ে। এখনও কলকাতায়। ফিরলে কী হবে কে জানে? আয় নেই, ভারতে ভিসার মেয়াদ আরও মাস ছয়। এর মধ্যেই সমাধানসূত্র খোঁজার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশ তো এখনও তাঁর স্বদেশ! এ রকম আরও উদাহরণ আছে।

প্রকৃতি চাইছে মনসিজের (দু'জনেরই নাম পরিবর্তিত) সঙ্গে সম্পর্কের স্থায়ী সিলমোহর। দু'জনই থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু পরিচয় আর পরিণয়ের মাঝে যে এত বাধা আসবে, কে-ই বা ভাবতে পেরেছিলেন। প্রকৃতির বাবা খুলনার প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী ছিলেন। বাংলাদেশকেই স্বদেশ বলে ভাবতেন।

পুত্রবধূকে বরণ করার কথা বলতে এপার বাংলায় আসার কথা হচ্ছিল। গত মে মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আচমকা মারা যান। ১৮ মে তাঁর পারলৌকিক কাজে অংশ নিতে খুলনা গেলেন প্রকৃতির বাবা-মা। পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছিল দুই পরিবারই। এরপর আচমকা এসে পড়ল ৫ অগস্ট। তছনছ করে দিল বহু পরিবারকে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল অনেকের। যত দিন যায়, অনিশ্চয়তা যেন বেড়েই চলে! ডামাডোলের মধ্যেই মনসিজের মা ছেলের বিয়ের জন্য এপার বাংলায় আসতে চাইলেন। ভিসা মঞ্জুর হল না। কে, কাকে বোঝায়, মনসিজের মামার বাড়ি, আত্মীয়রা এপার বাংলার। মনসিজ চাইছে এই বাংলার মেয়ের সঙ্গেই ঘর বাঁধতে! বিয়ের আসর বসবে কলম্বোর একটি নামী হোটেলে। সম্প্রদান করবেন তামিল পুরোহিত। প্রকৃতির বাবার কথায়, বিমান, হোটেল, বিদেশের নানা নিয়মের পাশে আমাদের ভাবাচ্ছে টোপর থেকে অলঙ্কার; সব সাবধানে নিয়ে যাওয়াদ। মনসিজের গ্রিন কার্ড। উনি আর প্রকৃতিও দিন গুনছেন; যুথি বনে ওই হাওয়া, করে শুধু আসা-যাওয়া। ওঁরা কলম্বো যাবেন ভায়া কলকাতা।

মনসিজ আর প্রকৃতিকে আশৈশব যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা অনেকেই শুভক্ষণে সামিল হতে পারছেন না। যেন পরস্পরকে অন্তর দিয়ে বলতেও পারছেন না, কাছে যাব, কবে পাব ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের নয়া 'স্বাধীনতা' এভাবেই ঘুম উড়িয়ে দিচ্ছে অজস্র পরিবারের।

পুষ্পাঞ্জলি..বিজেপির কার্যালয়ে বাগদেবীর আরাধনায় ডা.সুকান্ত মজুমদার-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতারা।

ছবি: অদিতি সাহা



কলকাতা ফোটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সরস্বতী প্রতিমা।

# মহানগরের তাপমাত্রা নিম্নাভিমুখি হওয়ার সম্ভাবনা!



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সকাল থেকেই উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলা ঢাকা পড়েছে ঘন কুয়াশার চাদরে। রবিবার বেলা বাড়লেও জারি রয়েছে ঘন কুয়াশার দাপট। এদিন উত্তরবঙ্গের ছয় জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা থাকছে। সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা আকাশ। কোথাও আবার দিনভর মেঘলা আকাশেরই দেখা মিলেছে। এদিন ঘন কুয়াশার সতর্কতা ছিল হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। বাকি জেলাগুলিতে কাকভোরের দিকে মাঝারি কুয়াশার দেখা মিলেছে। অনেক জায়গাতেই দৃশ্যমানতা ৫০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, সোমবার হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দক্ষিণবঙ্গের জেলাতে। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। রবিবারও কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে। স্বাভাবিকের তুলনায় যা প্রায় ৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২.১ ডিগ্রি। শনিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঘোরাফেরা করছে ৭৮ থেকে ৯৩ শতাংশের মধ্যে।

আলিপুর আবহাওয়া অফিস এও জানাচ্ছে, সোমবার থেকে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। তবে খুব বেশি হলে ২-৩ ডিগ্রি পারদ পতন হতে পারে। সেই সঙ্গে কলকাতা তাপমাত্রা ১৭ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া দপ্তরের কর্তারা। ঠান্ডার আমেজ কিছুটা থাকলেও শীতের বিদায় পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে বলেই মনে করছেন তাঁরা। দিন তিনেক পর থেকে ফের বাড়বে তাপমাত্রা।

## সম্পাদকীয়

# আন্দোলন ছাড়া সাধারণ মানুষের হাতে আর কোনও দ্বিতীয় পথ খোলা নেই

রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে হুমকি প্রথা পূর্বের অবস্থানে অনেকটাই ফিরে এসেছে। তা ছাড়া ম্যালেরিয়া পরীক্ষার কিট নিয়ে সরবরাহকারী সংস্থার দুর্নীতি থেকে শুরু করে ইনজেকশন দেওয়ার সময় সিরিঞ্জ ভেঙে যাওয়া, সেলাই করার সময় সুতো ছিঁড়ে যাওয়া বা অ্যান্টিবায়োটিক-সহ নানা ওষুধে সে ভাবে কাজ না হওয়ার মতো ঘটনাবলি অনেকটাই বলে দেয় সবই চলছে আগের মতো রমরমিয়ে। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে নিষিদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল-এর 'আর এল' স্যালাইনের ব্যবহার, যার ফলে প্রসূতি মামণি রুইদাসের মৃত্যু, অনেক প্রসূতির মরণাপন্ন অবস্থা আরও স্পষ্ট করে দিয়ে গেল স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভিতরের দুর্নীতির ব্যাপকতা এবং গভীরতাকে। চোখ-কান বন্ধ রেখে রেফার করার অভ্যাসও স্বমহিমায় ফিরে এসেছে। সিবিআই চার্জশিট জমা না দেওয়ার কারণে সন্দীপ ঘোষ-অভিজিৎ মণ্ডলের জামিন, সঞ্জয় রায় ছাড়া অন্য কোনও অভিযুক্তকে চিহ্নিত করতে না পারা, অভয়ার বাবা-মায়ের ন্যায়বিচারের দাবিতে আদালতের দরজায় ঘুরে বেড়ানো; সব মিলিয়ে মানুষের বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে। তবে এ ক্ষেত্রে আর একটি সত্যকেও মূল্য দিতে হবে; বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে না পারলে, নিজেদের মধ্যে হতাশাকে প্রশ্রয় দিতে থাকলে অন্যায়কারীদের পোয়া বারো। হতাশা আমাদের অন্ধকারের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অন্যায়কারীরা এটাই চায়। হতাশা বস্তুত নিজেদের পায়ে নিজেদের কুড়ুল মারার শামিল। তা কি হতে দেওয়া যায়? জুনিয়র ডাক্তাররা সব সময় একই ভাবে এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন আর আমরা তাঁদের পিছনে থেকে সহযোগিতা করে যাব; এমনটা যদি না-ও হয়, তবুও তো এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে আমাদেরই নেতৃত্ব দিতে হবে। আরও বড় অংশের মানুষকে এই আন্দোলনে যুক্ত করার প্রয়োজনে জনজীবনের অন্য দাবিগুলিকেও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। কেননা, আন্দোলনকে জয়ের লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া ছাড়া সাধারণ মানুষের কাছে দ্বিতীয় কোনও পথ খোলা নেই।

## শব্দবাণ-১৮০

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ■ | ৩ | | ৪ |
| | ■ | | ■ | | ■ | |
| ৫ | | | ■ | ৬ | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ৭ | | ৮ | ■ | ৯ | | ১০ |
| | ■ | | ■ | | ■ | |
| ১১ | | | ■ | ১২ | | |

শুভজ্যোতি রায়

**সূত্র—পাশাপাশি:** ১. আচ্ছাদিত, ঢাকা ৩. নিদ্রাভঙ্গ ৫. আর্ত, কাতর ৬. সম্মান ৭. নাম, সংজ্ঞা ৯. দায়মুক্তি ১১. একজনের বদলে বা শূন্যস্থানে অন্য ব্যক্তি১২. তুচ্ছ।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১. অঙ্কে পারদর্শী এমন ব্যক্তি ২. অপরিণত ৩. কন্যার স্বামী ৪. আস্বাদিত ৭. না থাকা ৮. রঙ্গ ৯. সুড়ঙ্গ খুঁড়তে হয় না এমন খোলামুখ খনি ১০. একবারমাত্র।

### সমাধান: শব্দবাণ-১৭৯

**পাশাপাশি:** ২. এলোপাথাড়ি ৩. পাথরকুচি ৬. কমলাকর ৭. পাড়াপড়শি।

**উপর-নীচ:** ১.আভ্যন্তরিক ২. একপাটলা ৪. রথের রশি ৫. চিকিৎসক।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

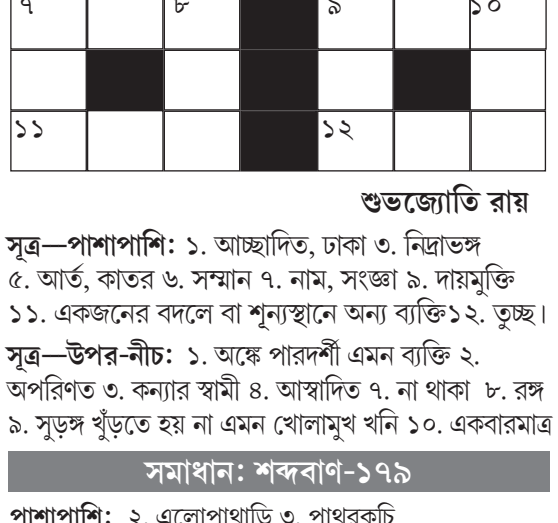

রঘুরাম রাজন

১৯৬৩ *বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রঘুরাম রাজনের জন্মদিন।*
১৯৯২ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় গুরপ্রীত সিং সান্ধুর জন্মদিন।*
১৯৯৬ *বিশিষ্ট অ্যাথলিট দ্যুতি চাঁদের জন্মদিন।*

# সর্বশুক্লা পদ্মাসীনা সরস্বতী চিন্তা

**রূপম চক্রবর্ত্তী**

পৌষ সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণের পরে শুক্লপক্ষের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বিদ্যার্থী, জ্ঞান লাভেচ্ছু ভক্তবৃন্দ জ্ঞান লাভের প্রাপ্তির আশায় সরস্বতী পূজা করেন। আদর্শগতভাবে পূজা বিরোধী কিন্তু সরস্বতী পূজার সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবন করে একজন খ্রিষ্ট ধর্মালম্বী ইংরেজি ঐতিহাসিক বলেছিলেন, 'সর্বশুক্লা পদ্মাসীনা হংসবাহনা একটি মূর্তি আমাকে দাও যার এক হাতে পুস্তক এবং অপর হাতে বীণা'। মিল্টন তাঁর প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে পদ্ধতিগতভাবে শক্তির উৎস স্বরুপ Heavenly Muse কে আহবান করেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদ বধ কাব্যে অমৃত ভাষিণী মধুকরী কল্পনাকে আহবান করেছেন। শ্রীপঞ্চমীতে বাগদেবী মা সরস্বতী পূজায় সনাতনী সম্প্রদায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বসন্ত পঞ্চমী হিন্দুদের একটি উৎসব যা বসন্ত ঋতুর প্রস্তুতির সূচনা করে। এটি অঞ্চলের উপর নির্ভর করে লোকেরা বিভিন্ন উপায়ে উদযাপন করে। বসন্ত পঞ্চমী হোলিকা এবং হোলির প্রস্তুতির শুরুকেও চিহ্নিত করে, যা চল্লিশ দিন পরে ঘটে। অনেকের জন্য, বসন্ত পঞ্চমী হল দেবী সরস্বতীকে উৎসর্গ করা উৎসব, যিনি তাদের জ্ঞান, ভাষা, সঙ্গীত এবং সমস্ত শিল্পের দেবী। তিনি সৃজনশীল শক্তি এবং শক্তির প্রতীক, যার মধ্যে রয়েছে আকাঙ্ক্ষা এবং ভালবাসা।

শিক্ষা লাভের জায়গা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সব ধরণের অশিক্ষা, কুশিক্ষাকে পরিত্যাগ করে সুশিক্ষার সুনিপুণ আবরণে আচ্ছাদিত করার প্র য়াস নিয়ে আমাদের ছাত্র সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে। এই সুশিক্ষা লাভের জন্য আমাদের বিদ্যা অর্জন করতে হবে। ছাত্রছাত্রী,পূজার্থীবৃন্দ ছুটে চলে পূজার ডালা নিয়ে মাতৃ চরণে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া সনাতনী শিক্ষার্থী ভাই বোনদের আন্তরিক প্রচেষ্টার আয়োজন থাকে প্রতিটি পূজা মন্ডপে। প্রকৃত বিদ্যা মানুষকে বিনয় দান করে। বিদ্যাহীন মানুষ অন্ধকারে হাবুডুবু খাই। যে যত বেশি বিদ্বান সে তত বেশি নিরহংকার, নিরভিমান। মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য সে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম ভালোবাসা একজন বিদ্বান ব্যক্তি থেকে শিখতে পারি। সরস্বতী পূজার তাত্ত্বিক রহস্য একজন মানুষকে প্রকৃত বিদ্বান হতে সাহায্য করে। এই পূজার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করে আলোকিত মানুষ হতে পারি।

শাস্ত্র সিদ্ধান্ত দিয়েছে বিদ্বান ব্যক্তি একজন রাজার চেয়ে সম্মানিত। একজন রাজা তার নিজের রাজ্যের মধ্যে কদর পান। সৃষ্টিশীল কাজ করতে না পারলে একজন রাজাকে নিজের দেশেও সম্মান করেনা। অন্যদিকে একজন ব্যক্তি বিদ্বান ব্যক্তি পৃথিবীর জন্য অলংকার কেননা তিনি শক্তি এবং লিখনীর অপূর্ব সমন্বয়ে পৃথিবীর সব মানুষের মঙ্গল সাধন করেন। তিনি নিজে শ্রদ্ধাবান হন এবং অপরকে শ্রদ্ধা করার মন্ত্র শিখিয়ে দেন।শ্রদ্ধা জানানোই হচ্ছে পূজা। শ্রী শ্রী গীতায় বলা হয়েছে ক্ষ্ম শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। ক্ষ্মএই জ্ঞান লাভের অদম্য উৎসাহ নিয়ে আমরা সরস্বতী পূজা করি। সরস্বতীর অপর নাম বাগদেবী ঋগ্বেদে বাগদেবী ত্রয়ী মূর্তি। ভূঃ,ভুবঃ,স্বঃ - ইলা, সরস্বতী,ভারতী। অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানময় ঈশ্বরের বাকশক্তির প্রতীক এই সরস্বতী। তাই তিনি বাগদেবী।

সরস্বতী বাগদেবী, জ্ঞান দেবী, সংগীতাধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে বন্দিতা। বাক, জ্ঞান, সংগীত সকল মানুষের প্রিয়। সরস্বতী বন্দনায় বলা হয়েছে, দযা কুন্দেন্দু তুষার হার ধবলা/ যা শুভ্রাবস্ত্রাবৃতা/ যা বীণাবরদমণ্ডিত করা / যা শ্বেত পদ্মাসনা।

যিনি কুন্দফুল,চ াঁদ, বরফের মত শ্বেতবর্ণা, মুক্তাহার ও শ্বেত বস্ত্র পরিহিতা, যিনি শ্বেত পদ্ম অধিষ্ঠিত ও বীণাবাদিনী তিনি হচ্ছেন মা সরস্বতী। আমাদের সকল পূজানুষ্ঠান এবং দেবদেবীর প্রতিমা আত্মসাধনা লব্ধ। দেবীর ধ্যানমন্ত্রে দেখি মা সর্বশুক্লা। যিনি চাঁদের ন্যায় শুভ্রাবর্ণা। শুভ্রবর্ণ শুদ্ধ, পবিত্রতা ও জ্ঞানের প্রতীক। বিশুদ্ধ নির্মল জ্ঞান মানুষকে যতার্থ মানুষ করে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা লাভ করে।এই শিক্ষা লাভের সাথে যদি প্রকৃত জ্ঞান অর্জন না করে তাহলে সমাজ উপকৃত হবেনা। নিজ নিজ পাঠ্যবই এর সাথে ভালো বই পড়তে হবে। বেদ, গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত ছাত্রছাত্রীদের পড়তে হবে। মহা মনীষীদের বাণীর সাথে সবাইকে পরিচিত হতে হবে। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রী নিজেদের স্মরণীয় বরণীয় করে রাখার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে পথ প্রদর্শন করেছেন সে পথ অনুসরণ কর তে হবে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি পরবর্তী হচ্ছে সরস্বতী পূজা। উত্তরায়ণ হচ্ছে উর্ধ্ব দিকে গমন। বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের উপরের দিকে যেতে হবে।

শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে, শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালেই সরস্বতী পূজা সম্পন্ন করা যায়। সরস্বতীর পূজা সাধারণ পূজার নিয়মানুসারেই হয়। তবে এই পূজায় কয়েকটি বিশেষ উপচার বা সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। যথা অভ্র-আবীর, আমের মুকুল, দোয়াত-কলম ও যবের শিষ। পূজার জন্য বাসন্তী রঙের গাঁদা ফুলও প্রয়োজন হয়। লোকাঁচার অনুসারে, ছাত্রছাত্রীরা পূজার পূর্বে কুল ভক্ষণ করেন না। পূজার দিন কিছু লেখাও নিষিদ্ধ। যথাবিহিত পূজার পর লক্ষ্মী, নারায়ণ, লেখনী-মস্যাধার (দোয়াত-কলম), পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্রেরও পূজা করার প্রথা প্রচলিত আছে। এই দিন ছোটোদের হাতেখড়ি দিয়ে পাঠ্যজীবন শুরু হয়।পূজান্তে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার প্রথাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের দল বেঁধে অঞ্জলি দিতে দেখা যায়।

সরস্বতী দেবীকে তুষ্ট করার জন্য মহামুনি ব্যাসদেব বদ্রিকাশ্রমে তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা শুরুর আগে তাঁর তপস্যাস্থলের কাছে একটি কুল বীজ রেখে দেবী একটি শর্ত দেন। এই কুলবীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা, চারা থেকে বড় গাছ, বড় গাছে ফুল থেকে নতুন কুল হবে। দেবী বলেন, যে দিন সেই কুল পেকে ব্যাসদেবের মাথায় পতিত হবে, সেই দিন তার তপস্যা পূর্ণ হবে বা সরস্বতী দেবী তুষ্ট হবেন। ব্যাসদেবও সেই শর্ত মেনে নিয়ে তপস্যা শুরু করলেন। ধীরে ধীরে বেশ কয়েক বছরে এই কুল বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা, চারা থেকে বড় গাছ, বড় গাছে ফুল থেকে নতুন কুল হয় এবং একদিন তা পেকে ব্যাসদেবের মাথায় পতিত হয়। তখন ব্যাসদেব বুঝতে পারেন যে, সরস্বতী দেবী তাঁর প্রতি তুষ্ট হয়েছেন।

সে দিনটি ছিল পঞ্চমী। সে দিন বেদমাতা সরস্বতীকে বদ্রী/কুল ফল নিবেদন করে অর্চনা করে তিনি ব্রহ্মসূত্র রচনা আরম্ভ করেন। শ্রীপঞ্চমীর দিন সরস্বতী দেবী তুষ্ট হয়েছিলেন। তাই সেই দিনের আগে আমরা কুল খাই না। শ্রীপঞ্চমীর দিন সরস্বতী দেবীকে কুল নিবেদন করার পরেই কুল খাওয়া হয়। স্বাস্থ্যগত কারণেও সরস্বতী পূজার আগে কুল খাওয়া ঠিক নয়। কারণ মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়ের আগে কুল কাঁচা বা কশযুক্ত থাকে। কাঁচা বা কশযুক্ত কুল খেলে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। আমাদের দেশের মূলত কৃষিপ্রধান অর্থনীতি। তাই যে কোনও নতুন ফসলকে প্রথমে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য উৎসর্গ করা হয়, তারপর তা খাওয়ার প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত। এই কারণেই নতুন ধান উঠলে নবান্ন উত্ সব পালন করা হয়। শীতকালে এই সময় কুল গাছে প্রথম ফল ধরে। তাই আগে দেবী সরস্বতীকে তা নিবেদন করে তবেই তাঁর প্রসাদ হিসেবে এই ফল খাওয়ার প্রথা প্রচলিত হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে।

দেবী কাঠামোতে দেখি মা সরস্বতী পদ্মাসনা। পদ্মকে বলা হয় পঙ্কজ। এই পদ্ম ফুল কাদায় জন্মে। অথচ কাদার লেশমাত্র পদ্মফুলে থাকেনা। আমরা প্রত্যেকে মায়াময় সংসারে আছি। যেখানে রয়েছে হিংসা, বিদ্বেষ, আত্ম অহমিকা। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলে এগুলো ত্যাগ করে জীবনকে পদ্মের মত সুশোভিত করতে হবে। যে কামনা বাসনা মানুষের মনকে সংকুচিত করে সেই কামনা বাসনা পরিত্যাগ করতে হবে। মানুষকে সেবা দিতে হবে। মানুষের বিপদে আমাদের দাঁড়াতে হবে।মানবতার সেবা করার মাঝে আনন্দ আছে। আমরা যদি প্রকৃত ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলি তখন দেখব ধর্ম আমাদের মানবতার সেবা করার কথা বলছে। যারা বিভিন্ন সংগঠন করছেন তারা এখন নতুন উদ্যোগ নিয়ে নেমে পড়ুন। তারুণ্যের শক্তিতে যারা শক্তিমান তারাও আত্ম মানবতার সেবায় সম্পৃক্ত হয়ে পড়ুন। দেশকে ভালোবাসা, দেশের মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের বিপদে আপদে পাশে থাকা আমাদের দায়িত্ব। আমরা সংসারে থাকব কিন্তু আমাদের মনকে সংযত করতে হবে। আমরা নিজেদের সংযত করতে পারছিনা যারা সম্পদ অর্জনের লোভে জর্জরিত তারা আরো সম্পদ চাই। সেই সম্পদ লাভের ইচ্ছার সাথে যদি মানবসেবার সংযুক্তি করা যায় তাহলে সমাজ উপকৃত হবে। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র তাই বলেছেন, মানুষ আপন টাকা পর/যত পারিস মানুষ ধর।

মা সরস্বতী হংসবাহনা। আমাদের শাস্ত্র বলছে, 'অনন্ত অপারং কিল শব্দশাস্ত্রং / স্বল্পং তথায়ু বর্হবশ্চ বিঘ্না/ সারং তথা গ্রাহ্যম অপাস্য ফল্গু /হংসৈর্মাথাক্ষীরামিবাম্বু মধ্যাৎ / জ্ঞান বিদ্যা জেনে রেখো অনন্ত অপার/ তার মাঝে স্বল্প আয়ু শত বিঘ্নভার।' হংস যথা জল হতে দুধটুকু খায় তেমনি অসার ত্যাজি জ্ঞান পাওয়া যাই। হংস দুধ মিশ্রিত জল থেকে জলকে বাদ দিয়ে দুধ গ্রহণ করে। অসার বাদ দিয়ে সার গ্রহণ করে। প্রতিটি মানুষকে হংসধর্মী হতে হয়। প্রত্যেকের উচিত খারাপ কিছু বাদ দিয়ে ভালো কিছু গ্রহণ করা। সার অসারে, শ্রী বিশ্রীতে, সু আর কুতে ভরা এই জগৎ সংসার। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর একান্ত কর্তব্য বিবেক দ্বারা নিত্যবস্তুর সারবার্তা ও অনিত্য বস্তুর অসারবার্তা নিরুপণ করা। ডিশ স্যাটেলাইটের যুগে প্রতি নিয়ত আমরা অসত্য অসুন্দরের পথে পা দেওয়ার অনেকগুলো রাস্তা খুঁজে পাই। আত্ম বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজে ঘূর্ণায়মান অসত্য ও অসুন্দর থেকে সুন্দরকে গ্রহণ করতে হবে।

মা সরস্বতীর হাতে বীণা দেখা যায়। এই বীণা কলা এবং সংগীতের প্রতীক। কর্ম চঞ্চল মানুষ কাজ করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বৈশ্বিক চিন্তার অতল সাগরে পড়ে মানুষ হাবুডুবু খায়। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের বিবিধ কার্যক্রমে অংশীদার হতে গিয়ে নিজেকে ভাবনাময় করে তোলে। তখন তার একটু মানসিক প্রশান্তি দরকার। এই প্রশান্তি লাভের জন্য তিনি সংগীত শোনেন। বীণাতে যেমন সংগীত বাজে তেমন সৃষ্টি হয় নাদ। যোগ শাস্ত্র মতে এই বীণা মেরুদণ্ডের প্রতীক। সরস্বতী সাধনায় সাধক যখন অনাহত ব্রহ্মানাদ শ্রবণ করেন তখন সংসারে শত কোলাহল তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। মা সরস্বতীর হাতে পুস্তক ও লেখনী। এই দুটোই মানুষের জ্ঞান লাভের প্রতীক। বিদ্যা এমন একটি ধন যাকে বিভাজন করা যায়না। চোর চুরি করতে পারেনা। বিদ্যাধন কাউকে প্রদান করলে কমেনা বরং বাড়ে। যারা প্রকৃত বিদ্যা অর্জন করেছেন তারা মানুষকে সম্মান করতে জানেন কারণ তারা চরিত্রগতভাবে বিনয়ী হন। বিদ্যা অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় আলোকে নিজের জীবনকে সাজাতে পারলে আমাদের জীবনের পূর্ণতা আসে। আধুনিক যুগে ধর্মীয় চিন্তা চেতনার সাথে আমাদের যুক্ত হতে হবে। সকল শিক্ষার্থীদের অনুরোধ জানাব বাগদেবী সরস্বতীর পদ্ম ধর্মিতা,হংস ধর্মিতা, বীণা ধর্মিতা, পুস্তক ও লেখনী ধর্মিতাকে গ্রহণ করে জীবনকে সাজাতে হবে।

সুশিক্ষার অভাবে কিছু কিছু কিশোর বিভিন্ন গ্রুপে বিভিক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে। ভাবতে অবাক লাগে যখন একজন ছাত্র আরেকজন ছাত্রকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র হাতে নেয়। খবরের কাগজে পড়লাম কিছু ছাত্র তাদের একজন শিক্ষককে পুকুরে নিক্ষেপ করেছে। এই যে ছাত্রগুলো দিনদিন মানবতা হারিয়ে ফেলছে তার জন্য কি আমাদের কিছুই নাই? আমাদের কিশোর, আমাদের ছাত্র,আমাদের ছেলেরা যদি ভাল হয়, শ্রদ্ধাশীল হয় তাহলে দেশের জন্য অনেক শুভ হবে,মংগল হবে। আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে নিজেকে সুশিক্ষার আলোকে আলোকিত হব। মায়ের কাছে অঞ্জলি দিয়ে প্রার্থনা জানাব আমরা যেন আদর্শ ছাত্র বা ছাত্রী হতে পারি। তাই আদর্শ ছাত্র হওয়ার জন্য মাতৃ কাঠামোর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে হবে এবং পূজার যে শিক্ষা সে শিক্ষাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে।

*লেখক: সনাতন ধর্মীয় বক্তা ও প্রাবন্ধিক*

# ছাত্রদের একমাত্র উপাস্য দেবী সরস্বতী

**সুবল সরদার**

মাঘের শেষে, হালকা শীতে, বসন্ত পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা আসে । তখন বসন্তের উঁকিঝুঁকি, হঠাৎ দখিণা বাতাসের উপস্থিতি,প্রথম পলাশ পাপড়ি মেলে,মন কেমন এলোমেলো হয়ে যায়।

শিল্পীরা এখন ব্যস্ত তুলির শেষ টান দিতে। আজ বাদে কাল সরস্বতী পূজা। কুমোরটুলি এখন মহাব্যস্ত কেনাকাটার ভিড়ে। সরস্বতী পূজা কেবল ছাত্রদের জন্যে কিন্তু ওইদিন আমরা সকলে ছাত্র হয়ে যাই। কৈশোরের হাত ধরে আবার আমরা স্কুলে ফিরে যাই। একরাশ স্মৃতি আর আনন্দের লহরী বয়ে আনে।

সরস্বতী পূজা আমার কাছে শুধু বিদ্যার দেবী নয়, শান্তি এবং আনন্দের দেবী। শ্বেত- শুভ্র বসনা, হাতে বীণা, শ্বেত হংস তার বাহন। শিল্পী তুলির টানের মতো পালক লিখনি দিয়ে দেবীর বর প্রার্থনা করি যেন দেবীর চরণে থাকে মতি।

সরস্বতী পূজা মানে কয়েক দিনের জন্যে পড়াশোনা থেকে বিরতি। নিরস পড়াশোনা থেকে বিরতির কী আনন্দ! সরস্বতী পূজার আগে কুল খাওয়া নিষিদ্ধ। কুল খাওয়া মানে দেবী অভিশাপে নির্ঘাৎ পরীক্ষায় ফেল। তাই নিষিদ্ধ এই ফল পূজার আগে কেউ খেতে চায় না। কিন্তু জিভের জল সংবরণ করে কে? কেউ খায় না কিন্তু সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে কুল খায়। আমাদের পাড়ার কাঁদাদের কুল গাছে কেউ না কেউ একবার করে ঢিল ছোঁড়ে। তারপর দেখা যায় সরস্বতীর পূজার আগে ওই গাছের সব কুল সাবাড় হয়ে গেছে। আসলে সরস্বতী পূজার পর কুল পাঁকে। তাই কাঁচা কুল নষ্ট হোক কেউ চায়না। তাই এমন অনুশাসন দেওয়া হয় ছাত্রদের কাছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? বাইবেলে বর্ণিত আদম আর ইভের কাহিনীর মতো আমাদের এই নিষিদ্ধ কুলের উপদেশ , তারা যেমন করে স্বর্গের নিষিদ্ধ ফল খেয়ে দেবতাদের উপদেশ লঙ্ঘন করেছিল।

সরস্বতী পূজা কেন্দ্র করে আমাদের কী হৈচৈ! চাঁদা তোলা, বাঁশ, লাঠি আর মায়ের কাপড় দিয়ে প্যান্ডেল তৈরি করা। পূজার বাজার করা, সকাল সকাল পুরোহিত ডাকা। পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে উপোস ভাঙ্গা। ক'দিন বেশ কেমন উন্মাদনা থাকে।

পূজোর সময় দেবীর পায়ের কাছে মা কখন আমার বই খাতা রাখতেন! তারপর পূজার শেষ কখন তিনি সেই বই খাতা নিয়ে এসে যথাস্থানে রাখতেন জানিনা! পড়ার সময় যখন বইয়ের পাতা উল্টাই কখনো শুকনো দুর্বা বা গাঁদা ফুলের পাপড়ি দেখতাম। সেই শুকনো দুর্বা বা গাঁদা ফুলের পাপড়ি থেকে মায়ের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসত। সে এক দারুণ অনুভূতি! সরস্বতী পূজার বিসর্জন মানে চোখে জল মাকে বিদায় দেওয়া। মনে হয় আরো কিছুদিন থাকলে ভালো হয়। দিদি আমাকে ছেড়ে শশুর বাড়ি গেলে যেমন দুঃখ লাগত তেমনি ফাঁক ফাঁকা লাগত। সব পূজার মধ্যে সরস্বতী পূজা আমাদের কাছ পরম প্রিয়।

সরস্বতী পূজাকে আজকের দিনে অনেক প্রেম দিবস বলে থাকে। বিদ্যার দেবী মোবাইল যুগে প্রেমের দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করে। বিদেশিদের প্রেমের দেবী ভেনাসের মতো আমাদের কোন প্রেমের দেবী নেই। আমাদের প্রেমের দেবতা আছে মদন দেব। সরস্বতী বিদ্যার দেবী, প্রেমের দেবীও। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া সময় চোখে চোখে দেখা। হাতে হাত ছোঁয়ার শিহরণ কেউ কখনও ভুলেছে! পলাশের মতো প্রথম পাপড়ি মেলে নতুন অনুভূতি। তাই সরস্বতী পূজা ছাত্রাদের শুধু উপাস্য দেবী নয় কখনো মনে মনে প্রেমের দেবী হয়ে ওঠে ।

## আনন্দকথা

বলরামের বংশ পরম বৈষ্ণববংশ। বলরামের পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন — পরম বৈষ্ণব। মাথায় শিখা, গলায় তুলসীর মালা, আর হস্তে সর্বদাই হরিনামের মালা, জপ করিতেছেন। ইহাদের উড়িষ্যায় অনেক জমিদারি আছে। আর কোঠারে, শ্রীবৃন্দাবনে ও অন্যান্য স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা আছে ও অতিথিশালা আছে। বলরাম নূতন আসিতেছেন, ঠাকুর গল্পচ্ছলে তাঁহাকে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সেদিন অমুক এসেছিল, শুনেছি নাকি ওই কালো মাগটার গেলাম! — ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয় না? — কামিনী-কাঞ্চন মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছে বলে। আর তোমার সম্মুখে কি করে সেদিন ও-কথাটা বললে যে, আমার বাবার কাছে কেজন পরমহংস এসেছিলেন, বাবা তাঁকে কুঁকড়ো রেঁধে খাওয়ালেন। (বলরামের হাস্য) ''আমার অবস্থা'' এখন মাছের ঝোল মার প্রসাদ হলে একটু খেতে পারি। মার প্রসাদ মাংস এখন পারি না, — তবে আঙুলে করে একটু চাখি, পাছে মা রাগ করেন। (সকলের হাস্য)

*(ক্রমশঃ)*

**লেখা পাঠান**

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

## তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জের!

# বাড়ির সামনে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম:** দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন আউশগ্রাম দু'নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বারুই। বর্তমানে বর্ধমানের একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

রাজ্যের শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা বলে এলাকা সূত্রে খবর। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে। বাড়ির সামনেই আক্রান্ত হয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। মারধরের পাশাপাশি তার শাড়ি ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ির সামনেই পাড়ার কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন মমতা বারুই। সেই সময় হঠাৎ এলাকার ৭ -৮ জন তাঁকে ঘিরে ধরে মারধর করতে থাকে।তার পরনের শাড়ি ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ মমতাদেবীর স্বামী আনন্দ বারুইয়ের।



আউশগ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বারুইয়ের বাড়ি আউশগ্রামের মৌখিরা গ্রামে। তিনি বাড়িতে একাই ছিলেন। তাঁর স্বামী ও ছেলে তাদের দোকানে ছিলেন। ওই সময়ে অতর্কিতে হামলা চালায় এলাকার -৮ জন দুষ্কৃতী। মারধরের পাশাপাশি তাকে জাতপাত তুলেও গালিগালাজ করা হয় বলে জানিয়েছেন আনন্দ বারুই।

মারধরের ফলে গুরুতর আহত হন মমতা বারুই। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ইলামবাজার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাঁকে রাতেই বর্ধমানের জাতীয় সড়কের পাশে বামচাঁদাইপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আনন্দ বারুই জানিয়েছেন, দুয়ারে সরকার শিবির থেকে তাঁরা বাড়িতে ফেরেন। তারপর তিনি তাদের দোকানে যান। গ্রামেই তাদের একটি মুরগির মাংসের দোকান আছে।

আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আব্দুল লালন জানিয়েছেন, যারা লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। তারাই এখন তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ধরে তৃণমূল কর্মী বলে দাবি করছে। আসলে এরা দুষ্কৃতী ও খুনি। তিনি গোটা বিষয়টি জেলার শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছেন। পুলিশেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# গোরু চোরের কিনারা সিটের, ৫ গোরু সহ ধৃত আন্তজেলার ৫



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর:** গত ১৯ জানুয়ারি রাতে একই সঙ্গে জয়পুর ও কোতুলপুর থানা এলাকার তিন থেকে চারটি জায়গা থেকে বেশ কয়েকটি গোরু চুরির ঘটনা ঘটে। একই সঙ্গে একাধিক জায়গায় চুরির ঘটনা ঘটার ফলে বাঁকুড়া জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামিন ও (ঙ্গঞ্ঝঞ্জর নেতৃত্বে পাঁচজন অফিসারের একটি সিট গঠন করে জেলা পুলিশ। চুরির ঘটনার মুহূর্তের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে বিভিন্ন সোর্সকে কাজে লাগিয়ে কিছু টেকনিক্যাল পার্ট কাজে লাগিয়ে শুরু হয় তদন্ত প্রক্রিয়া।

তদন্ত চলাকালীন ১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের কাছে খবর আসে বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানা এলাকা থেকে একটি গোরু চোরের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার কথা শুনে তড়িঘড়ি জেলার বিভিন্ন জায়গায় নাকা তল্লাশি শুরু করে এই তদন্ত কমিটি। এরপর রাতে জয়পুর থানা এলাকা থেকে একটি ৪০৭ লরি আটক করে। সেখানেই পাঁচটি গোরু সহ মোট পাঁচজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পাঁচজনের নাম যথাক্রমে মোজাম্বির মণ্ডল, শেখ ইসলাম, সারফারাজ খান, রঞ্জিত দলুই, অচিন্ত্য রায়। এদের প্রত্যেকেরই বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা এলাকায়। এদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, দু'টি ভোজালি, ১০ হাজার ১৮০ টাকা, একটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক অভিযুক্তকে তোলা হয় বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে। অভিযুক্তদের পুলিশি হেপাজতে নিয়ে আরও তদন্ত শুরু হয়েছে এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত আছে কিনা।

# মনমোহন সিংয়ের স্মরণসভা পানাগড়ে



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** গত কয়েক মাস আগে প্রয়াত হয়েছেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং। রবিবার বিকেলে পানাগড় বাজারে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে তার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী, কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পূরব ব্যানার্জি সহ জেলা ও ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। এদিন ডঃ মনমোহন সিং এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান দলের নেতাকর্মীরা। পাশাপাশি এদিন ইন্দ্র কুমার মেহরা মঞ্চ থেকে বক্তৃতার মাধ্যমে ডক্টর মনমোহন সিং এর জীবন কাহিনি সকলের সামনে তুলে ধরেন জেলা সভাপতি। পাশাপাশি এদিন মনমোহন সিং এর স্মরণ সভা থেকে কয়েকশো দুস্থ মানুষের হাতে শীত কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, সম্প্রতি যে বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারমন। এই বাজেট পুরোপুরি রাজনৈতিক বাজেট হয়েছে বলে তাঁর দাবি। দিল্লি এবং বিহার নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই বাজেট পেশ করা হয়েছে বলে তিনি দাবি তোলেন। ভারতবর্ষের ৮ থেকে ১০ শতাংশ মানুষকে খুশি করার জন্য ইনকাম ট্যাক্সে ছাড় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ যে রোজগার করবে তার কোনো দিশা দেখানো হয়নি এই বাজেটে। এই বাজেটে কোনও ভাবেই কর্মসংস্থানের কোন দিশা লক্ষ্য করা যায়নি।

কর্মসংস্থান করতে হলে শিল্পের ক্ষেত্রে যে উন্নয়নের চেষ্টা এই বাজেটে তা বিন্দুমাত্র দেখা যায় নি। দীর্ঘদিন ধরে কৃষকরা যে দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে বহু কৃষকের প্রাণহানি ঘটেছে সেই কৃষকদের বিষয়ে এই বাজেটে কোনও কিছুই বলা হয়নি। যার কারণে ভারতবর্ষের কৃষকরা হতাশ হয়ে পড়েছেন এই বাজেট পেশ হওয়ার পর। এছাড়াও পানাগড় বাজারে যে একের পর এক চোরাই গাড়ি ও চেচিস বদলানোর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। সেই বিষয়ে তিনি বলেন, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে চুরি করা গাড়ি এনে তা কাটাই হোচ্ছে সবই পুলিশের সঙ্গে সেটিং করে। শাসকদলের নেতা কর্মী থেকে অসাধু ব্যবসায়ীরা সবই সেটিংয়ে চলছে বলে তাঁর অভিযোগ।

# স্ত্রীর লাঠির ঘায়ে মৃত্যু স্বামীর!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** মদ্যপ স্বামী বাড়িতে মজুত রাখা ধান বাজারে বিক্রি করে ফের মদ খাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রী রুখে দাঁড়াতেই সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বসেছিল। অগত্যা স্বামী স্ত্রীতে শুরু হয়েছিল খণ্ডযুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর লাঠির আঘাতে মৃত্যু হল স্বামীর। ঘটনা বাঁকুড়ার ওন্দা থানার কল্যাণী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনোদনগর এলাকার। খবর পেয়ে শনিবার রাতেই অভিযুক্ত স্ত্রী সুলেখা মালকে গ্রেপ্তার করে ওন্দা থানার পুলিশ। রবিবার ধৃত মহিলাকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে ১০৩(১) বিএনএস ধারায় খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্বামীকে খুনের কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন অভিযুক্ত স্ত্রী সুলেখা।

বাঁকুড়ার ওন্দা থানার কল্যাণী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনোদনগর এলাকার বাসিন্দা বিকাশ মাল ছিলেন পেশায় দিনমজুর। মদের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির কারনে বেশ কয়েকবছর ধরে তাঁর কাজকর্ম লাটে ওঠে। তিন ছেলে মেয়েকে কার্যত একা হাতে বড় করে তোলেন স্ত্রী সুলেখা মাল। বড় মেয়ের বিয়েও দেন সুলেখা। কষ্ট করে কয়েকটি ছাগল কিনে তা পালন করে উপার্জনের রাস্তা তৈরি করেছিলেন সুলেখা। সম্প্রতি পরিবারে পালিত সেই ছাগল চরাতে যাওয়ার নাম করে সেগুলি বাইরে বিক্রি করে মদ্যপান করতে থাকেন বিকাশ মাল। শনিবার ঘরে মজুত বস্তা তিনেক ধান বিক্রি করে মদ্যপানের পরিকল্পনা করেছিলেন বিকাশ। বিক্রির উদ্যেশ্যে সেই ধান বিকাশ বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতেই তা নজরে পড়ে স্ত্রী সুলেখার। পরিবারের একমাত্র সম্বল ওই তিন বস্তা ধান বিক্রিতে বাধা দিলে বাড়ির উঠোনেই ধস্তাধস্তি শুরু হয় দু'জনের মধ্যে। এরই মাঝে সুলেখা বড় একটি লাঠি তুলে বিকাশকে মারধর করতে শুরু করেন। অভিযোগ স্ত্রীর লাঠির আঘাত মাথায় লাগতেই বাড়িতেই লুটিয়ে পড়েন বিকাশ। পরে তাঁকে ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

# স্কুলে সরস্বতী পুজোর পুরোহিত শিক্ষকই



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের পড়ানোর পাশাপাশি বিদ্যালয় পরিচালনার দায়ভার তার কাঁধে। সমস্ত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রতিবছর সরস্বতী পুজোর দিন পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। রবিবার সরেজমিনে গিয়ে দেখাগেল পুরোহিতের বেশে পুজোয় বসেছেন রায়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজনারায়ণ গোস্বামী।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর উওর চক্রের অন্তর্গত প্রায় সম্পূর্ণ মাইনোরিটি পড়ুয়া সম্পন এই বিদ্যালয়ে সকাল থেকে ধুমধাম করে চললো বিদ্যার দেবীর আরাধোনা। দেবী মন্ত্র উচ্চারনের মধ্যদিয়ে পুজো সম্পূর্ন করলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। পুজো পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন বিদ্যালয়ের অপর দুই শিক্ষক অমিত হাসান ও শাজাহান আলী। পুজো শেষে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সকলের মধ্যে বিতরন করলেন প্রসাদ। সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে এদিন পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল চোখে পরার মত।

এবিষয়ে রায়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজনারায়ন গোস্বামী জানান, 'প্রতিবছর বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো হয়। তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দান এর পর থেকে প্রতিবছর সরস্বতী পুজোর দিন পুরোহিতের দায়িত্ব নিজেই পালন করেন। প্রায় ২৫০ জন পড়ুয়া ও এলাকাবাসীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে। ইদ হোক কিংবা সরস্বতী পুজো, সকল পড়ুয়াদের সঙ্গে উৎসবের দিনগুলো আনন্দের সঙ্গে আমরা ভাগ করে নেই।'


**ফর্ম নং আইএনসি-২৬**
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
**কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে**
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
**জ্যোতি নিকেতন প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U45400WB2009PTC136348)** রেজিস্টার্ড অফিস নিউ মহেশ পাটা রোড, নতুন রাস্তা ভিলেজ, বিলকান্দা, নাটাগড়, কর্ণ মাধব, পুর, উত্তর পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বুধবার ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
নিউ মহেশ পাটা রোড, নতুন রাস্তা ভিলেজ, বিলকান্দা, নাটাগড়, কর্ণ মাধব, পুর, উত্তর পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
দরখাস্তকারীর পক্ষে
**জ্যোতি নিকেতন প্রাইভেট লিমিটেড**
স্বা/- আনন্দ রাজ ঝাওয়ার
ডিরেক্টর
ডিন-০২৩৬২১৫৯
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩.০২.২০২৫



**ফর্ম নং. ইউআরসি-২**
**আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন**
**[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস,** ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]
১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে ১৫ (পনের) দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রার, কলকাতা **'ওসওয়াল রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংস এলএলপি'**, একটি লিমিটেড দায়বদ্ধ অংশীদারি সংস্থা হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ । অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-
ক) রিয়েল এস্টেট, জমি, সেতু, মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, সড়ক, রেলপথ, স্টেশন, বন্দর, বিমানবন্দর কাঠামোগত সুবিধার সাথে জড়িত ব্যবসায় অধিগ্রহণ, নিষ্পত্তি, বিনিময়, ইজারা, ভাড়া, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, বিকাশ, চুক্তি, বর্ধিত, পরিচালনা, বা অন্যথায় জড়িত হওয়া এবং জমি, ভবন, বা অন্যান্য স্থাবর বা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট অধিকার, স্বার্থ বা মালিকানা, ইজারা বা অধিগ্রহণ সম্পর্কিত কোনও অধিকার বা বিশেষাধিকার সহ, যেমন কপিরাইট বা ট্রেডমার্ক।
খ) আবাসিক, বাণিজ্যিক, অফিস, এবং শিল্প প্রকল্পের জন্য নির্মাণ কার্যক্রমে জড়িত থাকার জন্য, টার্নকি নির্মাণ চুক্তি গ্রহণ, এবং স্থপতি, পরামর্শদাতা, ডিজাইনার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, মৃত্তিকা পরীক্ষক, নির্মাতা এবং জমি ও নির্মাণের বিকাশকারী হিসাবে কাজ করা। এর মধ্যে রয়েছে কোলোনাইজার, সিভিল কন্ট্রাক্টর হিসাবে কাজ করা এবং স্বাধীনভাবে বা অংশীদারিত্বে, যৌথ উদ্যোগে বা ব্যক্তি, সংস্থা, সংস্থা কর্পোরেট, অ্যাসোসিয়েশন, সোসাইটি বা সংস্থার সাথে একটি সংস্থা বা উপ-চুক্তির ভিত্তিতে আবাসিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প নির্মাণ করা। ক্যান্টনমেন্ট বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সহ স্থানীয়, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থাগুলি
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি ইউনিট নং - ৬০৭, ৭ম তল, ইনফিনিটি আইটি লাগুন, প্লট নং ই২/২/১ সেক্টর ৫, সল্ট, কলকাতা - ৭০০০৯১, ঠিকানাস্থিত অফিসে পর্যবেক্ষণ করা যাবে যেকোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।
**ওসওয়াল রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংস এলএলপি'র পক্ষে**
স্বা/- অমিত আগরওয়াল
(ডেজিগনেটেড পার্টনার)
**DPIN : 00605917**
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩.০২.২০২৫



**জীবনরাম শেওদুত্রাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**
**CIN L17111WB1997PLC085533**
**নিবন্ধিত অফিস : ৩০ডি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০১৬**
**কর্পোরেট অফিস : মডিউল ৩০১, শিল্পাঙ্গন, ফেজ-১, এলবি-১, সল্টলেক, সেক্টর-৩, কলকাতা-৭০০০৯৮**
**ফোন নং : ০৩৩-৪০১৬৯৫০০ ফ্যাক্স : ০৩৩-৪০১৬৯৫০২**
**ই-মেইল : cs@jiwan.co.in**
**নোটিশ**
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮ এর সহিত পঠিত ধারা ১১০ এর বিধান অনুসারে (**"দি অ্যাক্ট"**) এর অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে তবে কোম্পানির (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত এবং বিধিমালা, ২০১৪ (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি), আপাতত বলবৎ) (**"রুলস"**), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ (**"সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস"**) সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর ২০২১ এবং ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত (**"এমসিএ সার্কুলারস"**), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া (**"আইসিএসআই"**) দ্বারা জারি করা সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (**"এসএস-২"**) এবং অন্য কোনও প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান, এতদ্বারা আপনার মেসার্স জৈন সোনু অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের নিয়োগ সংক্রান্ত সাধারণ রেজোলিউশনের মাধ্যমে অনুমোদন কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটর ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের জন্য পূর্ববর্তী সংবিধিবদ্ধ অডিটরের পদত্যাগের কারণে সৃষ্ট নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণ করতে শুধুমাত্র পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং (**"ই-ভোটিং"**) সুবিধার মাধ্যমে সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে সক্ষম করে।
এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার মেনে পূর্বোক্ত পোস্টাল ব্যালটের জন্য নোটিশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে।
পূর্বোক্ত পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **https://www.jiwanramgroup.com**, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (**"সিডিএসএল"**) এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** দেখা যাবে।
পূর্বোক্ত পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার জন্য সদস্যদের তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন বা আপডেট করার জন্য তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কোম্পানির কোনো শেয়ারহোল্ডার নেই যারা ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করছে তাই সেই অনুযায়ী ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নির্দেশনা এই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি।
ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
জীবনরাম শেওদুত্রাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
করিশমা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫



**THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.**

**PUBLIC ANNOUNCEMENT**

Mineral Group

(Please scan this QR Code to view the DRHP)

**MONOLITHISCH INDIA LIMITED**

Our Company was originally incorporated as "Monolithisch India Private Limited" with effect from August 29, 2018 as a Private limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated August 30, 2018 issued by the Deputy Registrar of Companies, Central Registration Centre bearing CIN U26999WB2018PTC227534. Pursuant to a special resolution passed by our Shareholders in the Extra-Ordinary General Meeting held on September 30, 2024, our Company was converted from a private limited company to public limited company and consequently the name of our Company was changed to "Monolithisch India Limited", and a fresh certificate of incorporation dated November 21, 2024 was issued to our Company by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. The CIN of the Company is U26999WB2018PLC227534. For further details please refer to chapter titled ***"History and Corporate Structure"*** beginning on page 126 of this Draft Red Herring Prospectus.

**Registered Office:** Plot No. 381, Village: - Utaraha, P.S. Neturia Purulia, WB 723101 India
**Corporate Office -** Cosy Corner, Burdwan, Compound Lalpur, Ranchi GPO, Ranchi, Jharkhand India – 834001
**Tel.:** +919155330164, **E-mail:** info@monolithischindia.in, **Website:** www.monolithisch.com
**Contact Person:** Deepa Vijay Agrawal, Company Secretary & Compliance Officer ; **CIN:** U26999WB2018PLC227534

**OUR PROMOTERS: PRABHAT TEKRIWAL, HARSH TEKRIWAL, SHARMILA TEKRIWAL, KRITISH TEKRIWAL AND KARGIL TRANSPORT PRIVATE LIMITED**

**"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE ("NSE EMERGE")."**

**THE ISSUE**

**INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 57,36,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF MONOLITHISCH INDIA LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF [●] PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ [●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.39% AND [●] % RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.**

**THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLM AND WILL BE ADVERTISED IN [●] EDITION OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [●] EDITION OF [●] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, AND BENGALI EDITION OF [●], REGIONAL NEWSPAPER (BENGALI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF WEST BENGAL WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE SME PLATFORM OF NSE ("NSE EMERGE ") FOR THE PURPOSES OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE**

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company, for reasons to be recorded in writing extend the Bid/Issue Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders (of which one third of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size between ₹ 2 lakhs up to ₹ 10 lakhs and two-thirds of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size exceeding ₹ 10 lakhs) and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other subcategory of Non-Institutional Portion, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see ***"Issue Procedure"*** beginning on page 237 of this Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is being made in compliance with additional eligibility criteria for in principle approval for listing on NSE EMERGE in accordance with press release dt 18/12/24 of 208th SEBI Board meeting on "Review of SME framework under SEBI (ICDR) Regulations, 2018, to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus on February 01, 2025. The Draft Red Herring Prospectus filed with NSE Emerge shall be made public, for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of filing, by hosting it on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer, on the website of the BRLM at www.hemsecurities.com and also on the website of the Company www.monolithisch.com. Our Company invites public to give comments on the Draft Red Herring Prospectus filed with NSE Emerge with respect to disclosures made in the Draft Red Herring Prospectus. The public is requested to send a copy of the comments to the Company Secretary & Compliance Officer of our Company, and/or to the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company and/or the Company Secretary & Compliance Officer of our Company, and/or to the BRLM in relation to the offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the Draft Red Herring Prospectus with NSE Emerge.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to ***"Risk Factors"*** on page 25 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any decision to invest in the equity shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP. The equity shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on SME Platform of NSE (***"NSE Emerge"***). For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of our Company, see ***"Capital Structure"*** beginning on page 57 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in our Memorandum of Association, see ***"History and Corporate Structure"*** beginning on page 126 of this Draft Red Herring Prospectus.

The BRLM associated with the Issue has handled 62 Public Issues in the past three years, out of which 1 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date:

| Name of BRLM | Total Issue | | Issue closed below IPO Price on listing date |
|---|---|---|---|
| | Mainboard | SME | |
| Hem Securities Limited | 2 | 60 | 1 (SME) |

**BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE**

**HEM SECURITIES LIMITED**
**Address:** 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India
**Tel. No.:** +91- 22- 49060000; **Email:** ib@hemsecurities.com
**Investor Grievance Email:** redressal@hemsecurities.com ; **Website:** www.hemsecurities.com
**Contact Person:** Sourabh Garg ; **SEBI Regn. No.** INM000010981

**REGISTRAR TO THE ISSUE**

KFINTECH **KFIN TECHNOLOGIES LIMITED**
**Address:** Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana
**Tel. No.:** +91 40 6716 2222 ; **Email:** mil.ipo@kfintech.com
**Website:** www.kfintech.com ; **Investor Grievance Email:** einward.ris@kfintech.com
**Contact Person:** M Murali Krishna ; **SEBI Registration No.:** INR000000221

**COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER**

**Deepa Vijay Agrawal,** Company Secretary & Compliance Officer, **E-mail:** cs@monolithischindia.in, **Tel.:** +919155330164, **Website:** www.monolithisch.com

**All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus.**

**For Monolithisch India Limited**
**On behalf of the Board of Directors**
**Sd/-**
**Deepa Vijay Agrawal**
**Company Secretary and Compliance Officer**

**Place:** Purulia, West Bengal
**Date:** February 01, 2025

**Disclaimer:** Monolithisch India Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP on February 01, 2025. The DRHP is available on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com and also on the website of the Company www.monolithisch.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 25 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ***"Securities Act"***) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

# আরজি কর কাণ্ডে রি-ট্রায়ালের আর্জি, আইনজীবীর সঙ্গে দেখা পরিবারের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় হাইকোর্টে রি-ট্রায়ালের আবেদন জানাতে চলেছেন নির্যাতিতার পরিবার। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার নির্যাতিতার পরিবারের অভিভাবকরা মালদা এসে ব্যক্তিগত আইনজীবী তড়িৎ ওঝার সঙ্গে দেখা করে কথা বললেন। কোনও পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে উচ্চ আদালতে রি-ট্রায়ালের আবেদন জানানো যেতে পারে, সে বিষয় নিয়েও এদিন ব্যক্তিগত উকিল তড়িৎ ওঝার সঙ্গেও পরামর্শ আদান প্রদান করেছেন তাঁরা।

ইংরেজবাজার শহরের আইনজীবী তড়িৎ ওঝার বাড়িতেই এদিন সকালে আরজিকর কাণ্ডের নির্যাতিতা তরুণীর পরিবার এসে ওঠেন। দীর্ঘক্ষণ আইনজীবী তড়িৎবাবুর সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। এরপরই আইনজীবী তড়িৎ ওঝা জানিয়েছেন, 'আরজিকর কাণ্ডের ঘটনায় শুধুমাত্র সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে দেখিয়ে দেওয়া হল, এই যুক্তি কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আসলে এই মামলায় যারা প্রথম থেকে যুক্ত তাদের ধরা হয়নি। প্রথম তদন্তে কলকাতা পুলিশ যা করেছে, সেটির ওপর বেশ করে পরবর্তীতে সিবিআই চার্জশিট দেখিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও অনেকেই যুক্ত রয়েছে। এব্যাপারে শিয়ালদা কোর্টে ৩৭টি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি উচ্চ আদালতেও ৫৪টি প্রশ্ন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় দোষী প্রমাণিত হয়েছে। তার সাজা হয়েছে। কিন্তু এরপরই হাইকোর্টে রি-ট্রায়াল করার সমস্ত প্রক্রিয়ার বিষয়গুলি নিয়ে এদিন মৃত ওই চিকিৎসক পড়ুয়ার অভিভাবকেরা আমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছেন।'

নির্যাতিতার পরিবার জানিয়েছেন, তাঁর মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনায় সঞ্জয় রায় একা জড়িত নয়। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের অনেকেই জড়িত রয়েছে। ঘটনার দিন চারজন জুনিয়র ডাক্তারও ছিল তারাও যুক্ত রয়েছে। সকলের কঠোর শাস্তির দাবিতে এবারে হাইকোর্টের রি-ট্রায়ালের আবেদন জানানোর জন্যই মালদার ব্যক্তিগত আইনজীবী তড়িৎ ওঝার সঙ্গে দেখা করেছেন।

## দুই বোনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** দুই বোনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার পুখুরিয়া থানার অন্তর্গত আরাইডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের করিটোলা গ্রামে। ঘটনায় পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো ব্যবস্থা করে। দু'জনেই সম্পর্কে মামাতো বোন। ঘটনায় শোকাহত পরিবার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই জনের নাম সুস্মিতা মণ্ডল (১৮) ও নেহা মণ্ডল (১৬)। নিজ নিজ ঘরে দুইজন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে এমনটা জানা যাচ্ছে পরিবার সূত্রে। তবে কী কারণে এই ভাবে আত্মহত্যা সে নিয়ে সঠিক কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না পরিবারের লোকেরা।

যদিও মৃতদের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ওদের এলাকারই দুই যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এভাবে দু'জন একসঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়া আত্মহত্যা করবে তার কারণ খুঁজে পাচ্ছে না পরিবার। বাড়িতে কোনরকম অশান্তিও ছিল না। অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার কোন চেষ্টা করা হয়নি। তা হলে কেন এই দু'জন আত্মহত্যা করল সে নিয়ে হতবাক পরিবার।

পুলিশ জানিয়েছে , মৃত সুস্মিতা মণ্ডল স্থানীয় একটি স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পাঠরতা ছিল। অপর নেহা মন্ডল নবম শ্রেণিতে পাঠরত ছিল। এদিন তারা নিজেদের পৃথক বাড়িতেই পরিবারের লোকেদের অলক্ষ্যে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়।

## সাবিত্রী মিত্রর গাড়িতে হামলার অভিযোগ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** মালদায় তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের খুনের ঘটনার রেষ কাটতে না কাটতেই এবার মানিকচকের তৃণমূল বিধায়কের গাড়িকে ঘিরে হামলার অভিযোগ উঠল। নিজের উপস্থিত বুদ্ধি এবং চালকের তৎপরতাই রক্ষা পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার ধরমপুর এলাকার রাজ্য সড়কে।

যদিও এই ঘটনার পর মানিকচক এবং ইংরেজবাজার থানার পুলিশ মুহূর্তের মধ্যেই ওই এলাকায় পৌঁছে যায়। এরপর রাতে পুলিশ তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রকে নিরাপত্তা দিয়ে মালদা শহরের সদরঘাট এলাকার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। রবিবার থেকেই বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের বাড়ির সামনে দু'জন সিভিক ভলেন্টিয়াকে বসানো হয়েছে। এই ঘটনার প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। পাশাপাশি তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকেও মেইল করে চিঠি দিয়েছেন বিধায়ক। এদিকে এই ঘটনায় পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ জন্য একজনকে আটক করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মানিকচক রাজ্য সড়কে ধরমপুরের কাছে সাবিত্রী মিত্রের গাড়িকে সামনে থেকে ধাক্কা মারে অপর একটি চার চাকার গাড়ি। তারপর পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে গাড়িটি কোনও মতে বিধায়কের গাড়ির চালকের তৎপরতাতে গাড়িটি পাস কাটিয়ে বেড়িয়ে গেলেও সন্দেহজনক গাড়িটি আবার ঘুরে এসে পেছন থেকে সাবিত্রী মিত্রের গাড়িটি ফলো করতে থাকে। ভয়ে সাবিত্রী মিত্র জনবসতি এলাকাতে নিজের গাড়িটি দাঁড় করিয়ে মানিকচক থানা এবং মিলকি পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেন।

মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, 'প্রতিদিনই অনেক রাত করেই মানিকচক থেকে মালদা শহরের সদরঘাটের বাড়িতে ফিরি। এদিন এনায়েতপুরে এদিন একটি নৈশকালীন ফুটবল খেলায় অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। সেখান থেকে রাতে ফিরছিলাম। গাড়িতে দু'জন দেহরক্ষী এবং একজন আপ্ত সহায়ক ছিল। ধরমপুরের কাছে হঠাৎ করেই আমার গাড়ির সামনে উলটো দিক থেকে আসা একটি গাড়ি ধাক্কা মারার চেষ্টা চালায়। চালকের তৎপরতায় বেঁচে যাই। এরপর সেই গাড়িটি পালিয়ে না গিয়ে আমার গাড়ির পিছু ধাওয়া নেই। এই মুহূর্তে সামনে একটি লরিও চলে আসে। সেই সময় পরিস্থিতি বুঝেই গাড়ি থেকেই পুলিশকে ফোন করি । ইতিমধ্যে নিয়ামতপুর পৌঁছতেই পার্টি অফিসের লোকজন জড়ো হয়। সেখানেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিই। ততক্ষণে দুষ্কৃতীদের ওই গাড়িটি পালিয়ে যায়।'

বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, 'আমি ভাবতে পারছি না হঠাৎ করে কেন আমার ওপর এভাবে আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করা হল। রাজনৈতিক হোক বা ব্যক্তিগত, আমার কোনও শত্রু নেই। তবে আমাকে খুন করার পরিকল্পনায় নিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি। রাতে পুলিশ সুপার ফোন করেছিলেন, তাকেও সমস্ত ঘটনার কথা জানিয়েছি।' উল্লেখ্য, জানুয়ারি মাসেই তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার এবং কালিয়াচকের এক তৃণমূল কর্মীর খুনের ঘটনা ঘটে। তারপরেই তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের গাড়ির ওপর সন্দেহজনক ভাবে হামলার নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে। সন্দেহজনক এই গাড়ির খোঁজ চালানো হচ্ছে।

## সরস্বতী পুজোর দিন গৌড়ীয় মিশন বিদ্যামন্দিরে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা আনতে সরস্বতী পুজোর দিন স্বরূপগঞ্জ গৌড়ীয় মিশন বিদ্যামন্দির স্কুলের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হল সায়েন্স এবং আর্ট এক্সিবিশনের। প্রায় ১৬ জন ছাত্র ছাত্রী প্রাথমিক থেকে শুরু করে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত সকলে মিলে এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে।

এই এক্সিবিশনে সোলার সিস্টেম থেকে শুরু করে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং মানবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রক্রিয়া ইত্যাদি একাধিক প্রজেক্ট ছাত্র ছাত্রীরা নিজের হাতে বানিয়ে এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে এবং এক্সিবিশন দেখতে আসা প্রত্যেককে যে যার বানানো প্রজেক্ট সম্পর্কে অবগত করে অবলীলাক্রমে। শুধু বিজ্ঞান প্রদর্শনী নয় বিদ্যালয়ের একপাশে প্রদর্শন করা হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা বিভিন্ন চিত্রকলা, যা দেখতে সরস্বতী পুজোর পাশাপাশি ভিড় করেছিলেন ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকেরাও।



এদিন গৌড়ীয় মিশন বিদ্যামন্দিরের শিক্ষিকা প্রিয়াঙ্কা পাত্র জানান, ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান শুধুমাত্র মুখস্ত করানোর জন্য নয় তারা যাতে হাতে-কলমে practical ভাবে তাদের বিজ্ঞানের চেতনা জাগে সেই কারণেই আজকের এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। যাতে খেলার মাধ্যমে বিজ্ঞানের চেতনা জেগে ওঠে ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে।

## ১৮ ফুটের সরস্বতী বন্দনায় মাতলেন সোঁয়াই গ্রামের মানুষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ:** রবিবার সকাল থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদের সোঁয়াই গ্রামে ১৮ ফুটের সরস্বতী প্রতিমা দেখতে ভিড় জমায় আট থেকে আশি সকলেই। প্রতি বছরের মতই এবছরও সোঁয়াই গ্রামের বিদ্যুৎ সংঘের উদ্যোগে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। এবারের পুজো ৫১তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। প্রত্যেক বছরই সরস্বতী পূজায় থাকে তাদের নিত্য নতুন চমক। এবছর তাদের পুজোর চমক ১৮ ফুট উচ্চতার সরস্বতী প্রতিমা।

বর্তমানে বাংলায় যেন একটা ট্রেন্ড চলছে কে কত উচ্চতার প্রতিমা পুজো করতে পারে। আর সেই মত এই গ্রামেও এবার ১৮ফুটের দেবীর মূর্তি পুজোর আয়োজন। এত বড় দেবীর মূর্তি দেখতে উৎসাহিত গ্রামের মানুষ। যদিও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে সরস্বতী পুজো প্রতিমার উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট হলেও পূর্ব বর্ধমান জেলায় এত বড় উচ্চতার সরস্বতী প্রতিমা আর কোথাও হয়নি



বলে ক্লাবের সদস্যদের দাবি। পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বর্ধমানের মধ্যে এবারের সরস্বতী প্রতিমা সবথেকে বড় উচ্চতার সোঁয়াই গ্রামের বিদ্যুৎ সংঘের। তাদের উদ্যোগে খুশি হয়েছেন গ্রামের সকল মানুষ। আগামী কয়েকদিন ধরে পুজোর পাশাপাশি নানান অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

# কয়লা উৎপাদনে কারচুপিতে ছাই মেশানোর অভিযোগ

## ভিত্তিহীন দাবি কর্তৃপক্ষের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা:** কয়লা উৎপাদনে কারচুপি করতে কয়লার সাথে মেশানো হচ্ছে ছাই, অভিযোগ শ্রমিকদের একাংশের। অস্বীকার ঝাঁজরা কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের। ইসিএলের ঝাঁঝরা এরিয়ার ৩/৪ ইনক্লাইন কোরিয়ারির ঘটনা।

ঝাঁজরা সাইডিং থেকে কয়লা চুরি, উৎপাদনে কাগজ-কলমে কারচুপি ইসিএলের কোলিয়ারি গুলোতে নতুন কোন ঘটনা নয়। যদিও এইসব অভিযোগ স্বীকার করে না কর্তৃপক্ষ। ঝাঁঝরা এরিয়ার ৩/৪ কোলিয়ারিতে এরকমই অভিযোগে সম্প্রতি সরব হয়েছে শ্রমিকদের একাংশ। তাদের অভিযোগ উৎপাদনে কারচুপি করতে কয়লার সঙ্গে মেশানো হচ্ছে ছাই। সেজন্য কোলিয়ারির সাইডিংয়ে প্রচুর পরিমাণ ছাই মজুত করা হয়েছে। ওজনে কারচুপি করতে কয়লার সঙ্গে ছাই মিশিয়ে তা সরবরাহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের।



তৃণমূল প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন কেকেএসি-র ঝাঁঝরা এরিয়া ইউনিট সেক্রেটারি পলাশ পান্ডে বলেন ৩/৪ ইনক্লাইন ও ঝাঁঝরা সাইডিংয়ে প্রচুর পরিমাণ ছাই মজুত করা হয়েছে। কোলিয়ারিতে কয়লা উৎপাদন হয়, তা হলে এই ছাই কোথা থেকে কেনই বা এখানে এল? সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। কয়লার সঙ্গে মেশানোর জন্যই ছাই মজুত করা হয়েছে বলেই দাবি তার। উৎপাদনে ঘাটতি ধামাচাপা দিতেই এই কৌশল কর্তৃপক্ষের বলে অভিযোগ। তদন্ত করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে জানান তিনি।

শ্রমিক সংগঠন কেকেএসি-র এরিয়া সেক্রেটারি বিন্দু যশ বলেন, 'এরকম অভিযোগের কথা শুনেছি। তবে এর বেশি কিছু জানা নেই।' থ্রি ফোর ইনক্লাইন কোলিয়ারির এজেন্ট টি কোলে বলেন কয়লার সঙ্গে ছাই মেশানোর অভিযোগ ভিত্তিহীন। কোলিয়ারি থেকে সাইডিং যাওয়ার রাস্তা মেরামতির জন্যই ছাই মজুত করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

## উপভোক্তাদের বাড়ি গিয়ে কাজের গতিপ্রকৃতি দেখলেন জেলাশাসক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর:** শনিবার বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক সিয়াদ এন হঠাৎ করেই বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক বিষ্ণুপুর ব্লকের বিডিও এবং অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে বিষ্ণুপুর ব্লকের চৌকান গ্রামে হাজির হন এবং বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছে এইরকম



উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজের গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখেন। কথা বলেন উপভোক্তাদের সঙ্গে। তাদের কোনও রকম সমস্যা রয়েছে কিনা সেই বিষয়টি জানার চেষ্টা করেন জেলাশাসক।

পাশাপাশি এলাকার সকল উপভোক্তা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছে কিনা সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক। তিনি বলেন, জেলায় প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়া উপভোক্তাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৯৯ শতাংশ উপভোক্তা তাদের বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছে। বাংলার বাড়িতে সকল মানুষ অনেকটাই খুশি। যারা বাড়ি শুরু করে দিয়েছে তাদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মে জুন মাসের মধ্যে ঢুকে যাবে এমনটাই আশ্বাস দেন জেলাশাসক।

## পুরসভার চেক জালিয়াতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও দু'জন



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার চেক জালিয়াতি কাণ্ডে গ্রেফতার আরো দু'জন। এ বিষয়টি নিয়ে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে ডিএসপি বিক্রম প্রসাদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার।

উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাসে ১৪ লক্ষ টাকা গায়েব হয়ে যায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বালুরঘাট পুরসভার অ্যাকাউন্ট থেকে। টাকা গায়েব হবার ঘটনা সামনে আসতেই হইচই পড়ে যায় বালুরঘাট পুরসভায়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে খোঁজ নিয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ জানতে পারেন, তিনটি চেকের ভিত্তিতে ওই টাকা গিয়েছে মোঃ ইশাক খান ও ওয়াসিম আকরাম শেখ নামে দুই ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে। অথচ প্রকৃত চেক গুলি বালুরঘাট পুরসভাতে মজুত রয়েছে। পরবর্তীতে বালুরঘাট পুরসভা কর্তৃপক্ষ বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। যদিও পরবর্তীতে টাকা ফিরে পায় বালুরঘাট পৌরসভা। অন্যদিকে, তদন্তে নেমে ধৃত দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। জানা যায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় ধৃতরা পুরো বিষয়টি স্বীকার করে নেন। তাঁরা জানান কখনও এটিএম আবার কখনও চেকের মাধ্যমে তারাই টাকা গুলো তুলেছিল।

এ বিষয়ে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ জানান, 'বালুরঘাট পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন থানায়। পুরসভার চেক জালিয়াতি করে কেউ প্রায় ১৪ লাখ টাকা তুলে নিয়েছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্ত শুরু করি। তদন্তে নেমে আমরা জানতে পারি কলকাতার বউবাজার শাখা থেকে সেই টাকাগুলো তোলা হয়েছে। যে দু'জন ব্যক্তির একাউন্টে টাকা গুলো গিয়েছিল, সেই দুজনকে আমরা কলকাতা থেকে আটক করি। জিজ্ঞাসা বাদে তারা স্বীকার করেছে যে তারাই টাকাগুলো তুলেছে। আমরা জানতে পারি এই কাজে তাদের সহযোগিতা করেছিল ফজলুর রহমান ও পিংকি ওরফে রনৌক জাহানাত। ফজলুর রহমানকে মহেশতলা থানা এলাকা থেকে আটক করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পিংকি সহ আরো কয়েকজনের নাম জানা যায়।'

## মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার্থীদের বাসভাড়া না নেওয়ার সিদ্ধান্ত আরামবাগে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য আরামবাগের বাস মালিকদের। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য কোনও ভাড়া লাগবে না। রবিবার আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে রীতিমতো মতো প্রেসমিট



করে কয়েকটি বাস মালিক সংগঠনের কর্মকর্তারা এই ঘোষণা করেন। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে দেখলেই বাস দাঁড়াবে এবং সেই পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বাস স্টপেজ পযন্ত পৌঁছে দেওয়া হবে। এই ঘোষণার ফলে তিন জেলা তথা হুগলি, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পরীক্ষার্থীদের একাংশ অনেক টাই উপকৃত হবে। আরামবাগের সাতটি বাস সংগঠন এই বছর পরীক্ষার্থীদের পাশে থাকার বার্তা দেন। এদিন প্রেসমিটে বাস মালিক সংগঠনের সম্পাদক মধুমিতা ভট্টাচার্য বলেন, সামনেই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য পরীক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন থাকে। তাই তাদের যাতায়াতের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেই জন্য তাদের বাস ভাড়া না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে মাধ্যমিক পরীক্ষার এডমিট কার্ড বাস কন্টাক্টকে দেখাতে হবে। তা হলেই বাস ভাড়া মুকুব হবে। পরীক্ষার্থীরা রাস্তায় হাত দেখালেই বাস দাঁড়াবে। সঠিক স্থানে তাদের পৌঁছে দেওয়া হবে।

পাশাপাশি বাস কর্মীদের পরীক্ষার্থীদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। পরীক্ষার সময় নো এন্ট্রি খোলার পর যে যানজট হচ্ছে তাতে আমরা খুব উদ্বিগ্ন। ঐ সময় প্রশাসনের কাছে অনুরোধ সতর্ক থাকার জন্য। কারন পরীক্ষা সময় যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে। দুর্ঘটনা ঘটলে তার প্রভাব ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে পড়বে। প্রায় ১৫০ টির মতো বাস ঐ সময় হুগলির আরামবাগ মহকুমা সহ বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে চলাচল করবে। কোনও ভাড়া লাগবে না বলে জানান তিনি।

অপরদিকে আরামবাগের মিনিবাস সংগঠনের সভাপতি দুলাল চন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'আমরা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পাশে আছি। ঐ সময় ওদের কোনও ভাড়া নেওয়া হবে না।'

## খোলামুখ খনিতে কয়লা চাপা পড়ে মৃত যুবক, ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া:** খোলামুখ খনিতে কয়লা চাপা পড়ে মৃত্যু এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটে রবিবার ইসিএলের নর্থ সিয়ারসোল খোলামুখ খনিতে। জানা গিয়েছে, বছর ২৬ এর টিঙ্কু বাউরি মিঠাপুরের বাসিন্দা ছিলেন।



স্থানীয় তৃণমূল ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও মেয়র পরিষদ সুব্রত অধিকারী জানিয়েছেন, এদিন সকাল ১১ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই কেকেএসসি এর নেতৃত্বে মৃতের আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা খোলামুখ খনি চত্বরে মৃতদেহ রেখে মৃতের পরিবারের একজনকে চাকরি ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে খনির উৎপাদন বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায়।

মৃতের জামাইবাবু জানান, খোলামুখ খনির চারদিকে তারকাটা দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। তাছাড়া একের পর এমন দুর্ঘটনা ঘটবে। তার দায় ইসিএল এড়িয়ে যেতে পারবে না। কারণ খনির অদূরে বেশ কয়েকটি জনবহুল এলাকা রয়েছে। ইসিএলকে ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে চাকরিতে নিয়োগ করার দাবি ওঠে।

ইসিএলের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনও কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী কাশীনাথ বাউরি জানান, মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আর্থিক সাহায্য করার বিষয়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দেওয়াতেই বিক্ষোভ ওঠে। পরে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।

# চৌধুরী পরিবারে দেবী এবার 'বাগ্মিতা'

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** শহর থেকে দূরে মফস্বলে থিমের পুজো এবার। ১১৩ বছরের ঐতিহ্য মেনে খাঁড়গ্রামের চৌধুরী পরিবারের সরস্বতী এবার এসেছেন বাগ্মিতা রূপে। দেবী এখানে ষড়ভুজা, চার হাতে অঙ্কুশ, পাশ, পদ্ম ও বেদ কড়টি ও অপর দু' হাতে মধুপর্ক, বাহন রূপে দু'টি তোতা, ময়ূর ও হংস পদ্মাশনে উপবিষ্ট দেবী।

পূর্ব বর্ধমানের সদর ২ ব্লকের খাঁড়গ্রাম প্রাচীন দেবদেবীর মন্দির বিদ্যমান। চৌধুরী পরিবারের বংশ পরম্পরায় চলে আসছে অনন্য ঐতিহ্য মেনে সরস্বতী পুজো। পুজোর ধারাবাহিকতা অটুট রয়েছে ১১৩ বছর ধরে। ১১৩ বছরের দীর্ঘ পথচলায় কখনও দেবী পুজিত হয়েছেন বাগেশ্বরী রূপে, কখনও মহাশ্বেতা, আবার কখনও ব্রহ্মাণী বা বৌদ্ধি রূপে। ২০২৫ সালে দেবীর আরাধনা হবে বাগ্মিতা রূপে, যার ভাবনা ও রূপায়নে আছেন পুজোর বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রীতম রায়।



খাঁড়গ্রামে চৌধুরী পরিবারের বসবাস কয়েক শতাব্দী ধরে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আনুমানিক ১১৩ বছর আগে স্বর্গীয় রামপদ চৌধুরী সূচনা করেন এই মহোৎসবের। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র রামশঙ্কর চৌধুরী এই ঐতিহ্য বহন করেন, যা পরে প্রবীর রায়ের হাত ধরে প্রবাহিত হতে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন দৌহিত্র প্রীতম রায়।

গৃহদেবীর মন্দিরে খোদাই করা কাঠের কাঠামো সাক্ষ্য দেয় বাংলার ১৩৭৭ সালের সংস্কারের। সময় বদলালেও চৌধুরী পরিবারের এই আরাধনা আজও গর্বের সঙ্গে টিকে আছে। একদা ষোলআনা ভোগ খাওয়ার রেওয়াজ থাকলেও এখন তা বিলুপ্তপ্রায়। তবে পুজো দুদিন থেকে চারদিনে হলেও নিয়মের কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি।

খাঁড়গ্রামের সরস্বতী পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দেবীর রূপ পরিবর্তনের ধারা। একঘেয়েমি নয়, বরং প্রতিবার এক নতুন রূপ, এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। বাগদেবী, সারদা, মহাশ্বেতা, ব্রহ্মাণী; প্রতিবছর ভক্তরা প্রত্যক্ষ করেন এক নতুন মূর্তি, এক নতুন উপাস্য রূপ। এই পুজোর মূল উদ্দেশ্যই হল দেবীর বিভিন্ন রূপকে সবার সামনে তুলে ধরা। ২০২৫ সালের জন্য নির্ধারিত হয়েছে দেবীর বাগ্মিতা রূপ, যেখানে দেবী স্বয়ং বাগ্মিতা ও বাকশক্তির প্রতীক হয়ে আবির্ভূত হবেন।

দীর্ঘ ইতিহাস শুধু পারিবারিক গণ্ডিতেই আবদ্ধ নয়, পেয়েছে বহু সম্মান ও স্বীকৃতি। কলকাতা, চন্দননগর, দুই মেদিনীপুরের মতো বিভিন্ন প্রান্তের সংস্থা খাঁড়গ্রামের এই পুজোকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। 'সেরা ঐতিহ্যের পুজো' হিসেবে একাধিকবার পেয়েছে পুরস্কার।

পুজোর শেষ দিনে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়, যা আজও রীতি মেনে চলে আসছে। বিসর্জনের পর উপস্থিত সকলকে চানাচুর, বিস্কুট, চকলেট বিতরণের ঐতিহ্যও বহন করে চলেছে সময়ের সাক্ষী হয়ে। ১৯ নং জাতীয় সড়ক বা পালসিট স্টেশন পেরিয়ে মাত্র ৩ কিলোমিটার পথ এগোলেই পালসিট-নবস্থা রোড ধরে করন্দামোড় থেকে ডানদিকে খাঁড়গ্রামের রাম নিবাসের দিকে পথ মেলে। খাঁড়গ্রামের চৌধুরী পরিবারের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পুজো বহু মানুষকে আকর্ষণ করে।

## সরস্বতী পুজোর থিম কুরুক্ষেত্র

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর:** কুরুক্ষেত্রে কেন যুদ্ধ হয়েছিল, যুদ্ধের সময় কী কী ঘটেছিল, সরস্বতী পুজোতে সে সব ঘটনা থার্মোকল ও পটচিত্রের মাধ্যমে মণ্ডপে তুলে ধরেছে মেদিনীপুরের পাটনা বাজার স্টুডেন্ট ক্লাব। ৫৭ তম বর্ষে ৮ লক্ষ বাজেটের সরস্বতী পুজোর তাদের এবারের থিম 'এবার কুরুক্ষেত্র'।



মহাভারতের কাহিনি অনুযায়ী সিংহাসন এবং ক্ষমতার লড়াইকে কেন্দ্র করেই কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে দু পক্ষই শেষ হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ,অর্থ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছিল। বর্তমানেও সেই একই পরিস্থিতি বলে মনে করছে পাটনা বাজারের স্টুডেন্ট ক্লাব। প্রায় ৮ লক্ষ টাকা খরচা করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যাবতীয় দিকগুলি তাই মন্ডপে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরা। যেখানে দেখানো হয়েছে দাবা ও পাশা খেলায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ থেকে সিংহাসনের লোভের লড়াই। কী ভাবে মানুষের ঘাড়ে পা দিয়ে সিঁড়ির মতো উঠে সিংহাসন দখল এবং অর্থ লালসা কায়েম করা হয়। বর্তমান সমাজে যা চলছে। বর্তমান সমাজেও কিছু মানুষ অর্থ, সিংহাসন পাওয়া এবং লালসা চরিতার্থ করতে বিভিন্নভাবে যুদ্ধ লাগিয়ে দিচ্ছে। দেশের সঙ্গে দেশের, রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের বা কখনো জেলায় জেলায় মানুষের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়েছেন এই লড়াইয়ের মাহাত্ম্য। যা মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ক্লাবের কর্মকর্তা লক্ষিকান্ত দাস বলেন, 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মূলত যা ঘটেছিল তা আমরা বিভিন্ন পটচিত্র ও থার্মোকলের কাজের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছি। শুধু সিংহাসন এবং টাকার লোভেই যে এত বড় যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে সব ধ্বংস করা যায় তা আমরা মণ্ডপে ফুটিয়ে তুলেছি। এবারে আমাদের এই নজর কাড়া মণ্ডপ দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রভাব ফেলবে। আমরা মনে করি, দুর্গাপূজার মতোই এই সরস্বতী পুজোয় ভিড় হবে আমাদের মণ্ডপে। শনিবার সন্ধ্যায় মণ্ডপের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুজয় হাজরা। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর মৌসুমী হাজরা, বিশ্বনাথ পাণ্ডব, গোপাল সাহা।

*বিসিসিআইয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সিএবির প্রাক্তন সভাপতি ও আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য অভিষেক ডালমিয়া হাজির হয়েছিলেন তাঁর প্রয়াত বাবা জগমোহন ডালমিয়ার স্মৃতি পুরস্কার তুলে দিতে। সেই মঞ্চেই লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পাওয়ায় সচিন তেন্ডুলকরকে জানালেন শুভেচ্ছা।*

### অভিষেকের রানের কাছেই পৌঁছতে ব্যর্থ ইংল্যান্ড!

# ১৫০ রানে জিতল ভারত

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিয়মরক্ষার ম্যাচও হালকা ভাবে নিল না ভারত। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচও জিতল তারা। শতরান করলেন অভিষেক শর্মা। প্রথমে ব্যাট করে ২৪৭ রান করে ভারত। সেখানেই ম্যাচের ভাগ্য ঠিক হয়ে যায়। বাকি কাজটা করলেন ভারতের বোলারেরা। চাপে পড়ে মাত্র ৯৭ রানে শেষ হয়ে গেল ইংল্যান্ড। ১৫০ রানে জিতল ভারত। এই জয়ের ফলে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতল সূর্যকুমার যাদবেরা।



সুযোগ কী ভাবে কাজে লাগাতে হয় তা দেখালেন অভিষেক। সিরিজ়ের প্রথম ম্যাচে ইডেনে ৭৭ রান করেছিলেন তিনি। কিন্তু পরের তিনটি ম্যাচে রান পাননি। ওয়াংখেড়েতে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক অভিষেক। পেসারদের বিরুদ্ধে হাত খোলেন তিনি। একের পর এক বড় শট মারেন। উইকেটের চার দিকে বড় শট মারছিলেন অভিষেক। ফলে তাঁর জন্য ফিল্ডার সাজাতে সমস্যায় পড়েন ইংরেজ অধিনায়ক জস বাটলার। মাত্র ১৭ বলে ৫০ রান করেন তিনি। অর্ধশতরানের পরেও থামেননি অভিষেক। পাওয়ার প্লে চলাকালীন যেমন খেলছিলেন, ফিল্ডিং ছড়িয়ে যাওয়ার পরেও একই ভাবে খেলেন। ওয়াংখেড়ের মাঠ ছোট। তা কাজে লাগানে এই বাঁহাতি ওপেনার। চারের থেকে বেশি ছক্কা মারেন অভিষেক। নিয়মরক্ষার ম্যাচেও বিনোদন এনে দেন তিনি। একটা সময় মনে হচ্ছিল রোহিতের রেকর্ড ভেঙে যাবে। কিন্তু তা হয়নি।

# রঞ্জি ট্রফির নকআউটে উঠতে না পারলেও নজির গড়ল সার্ভিসেস

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রঞ্জি ট্রফির নকআউটে উঠতে না পারলেও নজির গড়ল সার্ভিসেস। ওড়িশার বিরুদ্ধে ৩৭৬ রান তাড়া করতে নেমে ১০ উইকেটে জিতল তারা। রঞ্জিতে এটি দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়। দুই ওপেনারই দলকে জিতিয়ে দিলেন।কটকের মাঠে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করে ১৮০ রান করেছিল ওড়িশা। জবাবে প্রথম ইনিংসে ১৯৯ রান করে সার্ভিসেস। ১৯ রানের লিড নেয় তারা। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯৪ রান করে ওড়িশা। ফলে সার্ভিসেসের সামনে লক্ষ্য ছিল ৩৭৬ রান। চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হওয়ার আগে হাসতে হাসতে ম্যাচ জিতে যায় সার্ভিসেস। দলকে জেতান দুই ওপেনার সূরজ বশিষ্ঠ ও শুভম রোহিল্লা। সূরজ শতরান করেন। দ্বিশতরান করেন শুভম।


**SBI** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [৮(৬) সংস্থান অধীনে]

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০৬.০৩.২০২৫**
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ২৬.০২.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

আগ্রহী দরদাতাগণ কেবল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির জন্য দর দিতে পারেন। যাইহোক, জমি এবং ভবনের সহিত প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি একত্রে ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে। শুধু জমি এবং ভবন বিক্রি করা হবে না।

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে'** এবং **'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে ০৬.০৩.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) ]**
সংশ্লিষ্ট **৩৭,৫৪,৬০৬ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লাখ চুয়ান্ন হাজার ছশো ছয় টাকা) ০১.১১.২০২১ অনুযায়ী** জমিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স বিপদ তারণ মিনি রাইস মিল, স্বত্বাধিকারী : শ্রী মনোজ কুমার মন্ডল, জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : ১) শ্রী কাঞ্চন বরণ মন্ডল** পিতা প্রয়াত বিপদ তারণ মন্ডল **২) শ্রী গোপী কান্ত মন্ডল,** পিতা প্রয়াত বিপদ তারণ মন্ডল **৩) শ্রী গিরি ধারী মন্ডল,** পিতা প্রয়াত বিপদ তারণ মন্ডল কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
**সম্পত্তি নং ১) ২৫,৬৭,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ২) ২,৩০,০০০.০০ টাকা** এবং বায়না জমা **১) ২,৫৬,৭০০.০০ ২) ২৩,০০০.০০ টাকা** যথাক্রমে। ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ - **৫০,০০০.০০ টাকা**
**(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)**
**সম্পত্তি নং ১.** ক) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির পরিমাণ মোট এরিয়া ২১ ডেসিমেল মৌজা : চৌতারা, জেএল নং ৩৭, প্লট নং ৫১, চালু এলআর খতিয়ান নং ৭৭৪, ৭৭৫, এবং ৭৭৬, **দান দলিল নং ১-৩০৫৮/৪০১৬, ১-৫০১৮/১৯৫৪,** গ্রাম : মদনপুর, মাঠ পলসা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,পো : মাঠপলসা,থানা : সাঁইথিয়া, জেলা : বীরভূম ৭৩১২৩৪, **সম্পত্তি কাঞ্চন বরণ মন্ডল, গিরিধারী মন্ডল এবং মনোজ কুমার মন্ডল, পিতা বিপদ তরণ মন্ডলের নামে।**
খ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির পরিমাণ মোট এরিয়া ১২ ডেসিমেল জমি , মৌজা : চৌতারা, জেএল নং ৩৭, প্লট নং ৫৪, চালু এলআর খতিয়ান নং ৭৭২,৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, **বিক্রয় দলিল নং ১৩৩৫০/১৯৯০, দান দলিল নং ১-০৯০১৮/২০১৭, বিনিময় দলিল ১-৭৩৬০/২০১৮,** গ্রাম : মদনপুর, মাঠপলসা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : মাঠপলসা, থানা : সাঁইথিয়া, জেলা : বীর ভূম, ৭৩১২৩৪। **সম্পত্তি গোপী কান্ত মন্ডল, কাঞ্চন বরণ মন্ডল, গিরিধারী মন্ডল এবং মনোজ কুমার মন্ডল, পিতা বিপদ তারণ মন্ডলের নামে।**
**সম্পত্তি নং ২.** প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত মৌজা : চৌতারা, জেএল নং ৩৭, প্লট নং ৫১ এবং ৫৪, গ্রাম : মদনপুর, মাঠপলসা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : মাঠপলসা, থানা : সাঁইথিয়া, জেলা : বীরভূম ৭৩১২৩৪।
সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
তারিখ ঃ ০৩.০২.২০২৫
স্থান ঃ বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান


## আমার দেশ/আমার দুনিয়া

# ভারতীয় রেলের বিদ্যুতায়নের একশো বছর
# পূর্ণ বিদ্যুতায়নের পথে ভারতীয় রেল

**নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি:** মানব সভ্যতার ইতিহাসে চাকার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা অনেক দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে শুরু করে। এই গতি নতুন দিশা পায় ১৮২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, যখন বিশ্বের প্রথম ট্রেন তার যাত্রা শুরু করে। সেই ধারাবাহিকতায়, তার ২৮ বছর পর, ১৬ এপ্রিল ১৮৫৩ সালে, ভারতেও প্রথমবারের মতো ট্রেন চলাচল শুরু হয়। এরপর প্রায় ৭২ বছর পর, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ সালে, ভারতীয় রেল ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোগ করে, যখন প্রথমবার ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস থেকে কুরলা, মুম্বাই পর্যন্ত বিদ্যুৎচালিত ট্রেন চালানো হয়।

২০২৫ সালে ভারতীয় রেলের বিদ্যুতায়নের ১০০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে এবং একইসঙ্গে, ভারত তার ব্রড গেজ নেটওয়ার্কের ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়নের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে, যা ভারতীয় রেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এটি ভারতের প্রথম রেল যাত্রার মতোই ঐতিহাসিক একটি অর্জন এবং ভারতীয় রেলের বিদ্যুতায়নের এক শতাব্দীর অগ্রগতির প্রতীক।

বিদ্যুতায়নের পথে এক শতাব্দীর যাত্রা

বিশ্বে প্রথমবার ট্রেন চালু হওয়ার মাত্র ২৮ বছরের মধ্যে ভারতেও ট্রেন চলতে শুরু করে। তবে, বিদ্যুৎচালিত ইঞ্জিন গ্রহণ করতে ভারতের আরও সময় লাগে। ১৮৭৯ সালে জার্মানিতে প্রথমবারের মতো বিদ্যুৎচালিত যাত্রীবাহী ট্রেন চালু হয়, যদিও ভারতে এই প্রযুক্তি আসতে ৪৬ বছর সময় লেগেছিল। বিদ্যুৎচালিত ইঞ্জিন খুব দ্রুত তাদের কার্যকারিতা প্রমাণ করে। এগুলো ছিল শক্তিশালী, দ্রুত এবং দক্ষ। কম রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি এগুলো পরিবেশবান্ধবও ছিল এবং ভারী ট্রেনগুলোকে খাড়া উঁচু পথে সহজেই টেনে তুলতে পারত।

মুম্বইয়ে বিদ্যুতায়ন প্রথম পদক্ষেপ

বিংশ শতকের শুরুতে মুম্বাইয়ের দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার জন্য একটি কার্যকর পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। সেই সময়, স্টিম ইঞ্জিন পুণে ও নাসিকের মতো উঁচু ঢালযুক্ত পথে ট্রেন চালাতে পারছিল না। ফলে, বিদ্যুতায়নের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পায়।

১৯০৪ সালে, বোম্বে প্রেসিডেন্সির প্রধান প্রকৌশলী ডব্লিউ.এইচ. হোয়াইট মুম্বাইয়ের দুটি প্রধান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক; গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে এবং বোম্বে বড়োদা অ্যান্ড সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া রেলওয়ে; বিদ্যুতায়নের প্রস্তাব দেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে এই প্রকল্পটি বিলম্বিত হয়। অবশেষে, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ সালে, ভারত প্রথমবারের মতো ১৫০০ ভোল্ট ডিসি সিস্টেমে ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস থেকে কুরলা পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার বিদ্যুৎচালিত ট্রেন চালায়। এই পদক্ষেপ ভারতীয় রেলের আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন পরিবহন ব্যবস্থার সূচনা করে।

দক্ষিণ ভারতে বিদ্যুতায়ন

মুম্বইয়ের পাশাপাশি, দক্ষিণ ভারতেও বিদ্যুতায়নের কাজ শুরু হয়। দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ে তার উপনগরীয় নেটওয়ার্ককে ১৫০০ ভোল্ট ডিসি সিস্টেমে বিদ্যুতায়িত করে। ১৯৩১ সালের মধ্যে মাদ্রাজ বিচ (বর্তমানে চেন্নাই) থেকে তাম্বারাম পর্যন্ত বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময়, দেশে মাত্র ৩৮৮ কিলোমিটার রেলপথ বিদ্যুতায়িত ছিল, যা মূলত মুম্বই ও মাদ্রাজের আশপাশে কেন্দ্রীভূত ছিল।

পূর্ব ভারতে বিদ্যুতায়নের সূচনা

যেখানে মুম্বই প্রথম থেকেই বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল, সেখানে পূর্ব ভারতে এই প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৩০-এর অর্থনৈতিক মন্দার ফলে কলকাতা অঞ্চলে বিদ্যুতায়ন শুরু হতে দেরি হয়।

১৯৫৪ সালে, ভারতীয় রেল ইউরোপীয় বিদ্যুতায়ন মডেল পরীক্ষা করে দেখে এবং এই অঞ্চলের জন্য ৩০০০ ভোল্ট ডিসি সিস্টেম বেছে নেয়। এরপর, ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, পূর্ব ভারতের প্রথম বিদ্যুতায়িত ট্র্যাক হিসেবে হাওড়া ও শেওড়াফুলি স্টেশনের মধ্যে যাত্রা শুরু হয়।

নতুন যুগের সূচনা ২৫ কেভি এসি সিস্টেমের গ্রহণযোগ্যতা

ফ্রান্সের এসএনসিএফ রেলওয়ে ২৫,০০০ ভোল্ট এসি সিস্টেম উন্নত করে, যা শুরুতে সন্দেহের চোখে দেখা হলেও পরবর্তীতে এটি সফল হয়। ১৯৫৯ সালে, রাজখরসাওয়ান-ডাঙ্গোপোসি বিভাগে সফল পরীক্ষার পর, ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে ভারতীয় রেল ২৫ কেভি এসি সিস্টেমকে স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে গ্রহণ করে। এর ফলে, ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের পর এই পদ্ধতি গ্রহণকারী বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হয়ে ওঠে।

পরিবেশবান্ধব পরিবহণ বিদ্যুতায়নের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব

রেল বিদ্যুতায়ন পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব করে তোলে। এটি কার্বন নির্গমন হ্রাস করে, যা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া, এটি ভারতকে বিদেশ থেকে আমদানি করা তেলের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেয়, যার ফলে বহুমূল্য বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

সারা ভারতে বিদ্যুতায়ন নতুন দিগন্ত

১৯৬৬ সাল নাগাদ, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অঞ্চলে পণ্যবাহী ট্রেনের ৫০ এর বেশি অংশ বিদ্যুতায়িত রেলপথে চলাচল করতে শুরু করে। ২০১৪-১৫ সালে, ভারতীয় রেল প্রতিদিন গড়ে ১.৪২ কিলোমিটার বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন করছিল, যা ২০২৩-২৪ সালে বেড়ে দৈনিক ১৯.৭ কিলোমিটারে পৌঁছে যায়। ২০১৪ সালে, দেশে যেখানে মাত্র ২১,৮০১ রুট কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত ছিল, সেখানে ২০১৪-২৪ সালের মধ্যে এক দশকের মধ্যেই তা ৪৪,১৯৯ আরকেএম-এ উন্নীত হয়।

২০২৫ সালে, ভারত যখন রেল বিদ্যুতায়নের শতবর্ষ উদযাপন করবে, এটি সেই প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাক্ষ্য বহন করবে, যা ভারতীয় রেলকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও আধুনিক নেটওয়ার্কে পরিণত করেছে।


**e-Tender Notice**
N.I.e-T. No. : 22/2024-25/15thF.C. vide Memo No. 57/Bh-I P.S., dated 31/01/2025 has been published. Details of N.I.e-T will be available at the website **http://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Executive Officer, Bharatpur-I, Murshidabad.

**NOTICE**
e- Tender are invited for execution of different scheme under **PMKSY WDC 2.0** of vide **NIT reference No NIT no- 02/PMKSY-WDC2.0/11/ NRM/24-25/JPR Dated 24/01/2025** in the district Purulia. For details, please visit **https://wbtenders.gov.in** Last Date for submitting online bid **11/02/2025.**
**Assistant Director of Agriculture, Joypur Block & PIA,Garga & Ijri Watershed, Joypur Purulia**


# লন্ডনে দাসত্ব আইনে নিরাপত্তা চাইতে পারবেন না অভিবাসনপ্রত্যাশীরা

**লন্ডন, ২ ফেব্রুয়ারি:** ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সরকার অভিবাসনপ্রত্যাশীদের দাসত্বের নতুন ধরন সহ মানবাধিকার আইনের আওতায় নিরাপত্তা দেওয়া নিষিদ্ধ করে রাখতে চায়। দেশের কয়েকজন মন্ত্রী এই পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন, যা চাপে ফেলছে স্টারমার সরকারকে।

গত বছরের জুলাই মাসে ক্ষমতায় আসে লেবার পার্টি। এর আগের কনজারভেটিভ সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী, তারাও এই বিশেষ নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখবে। যে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের যুক্তরাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হতো, তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে নব্য দাসত্ব আইনের আবহে নিরাপত্তা দাবি করতেন, যাতে তাঁদের যুক্তরাজ্য থেকে বহিষ্কার না করা যায়।

নতুন নিষেধাজ্ঞাটি এই নিরাপত্তাকে নাকচ করে। এর সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিবাসনপ্রত্যাশীদেরও ২৮ দিন আটক করে রাখার কথা বলা হয়েছে নিষেধাজ্ঞায়। প্রতিবছর হাজার হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশী ডিঙিনৌকায় চেপে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এমন অভিবাসন অনেক ব্রিটিশ ভোটারের চিন্তার কারণ। গত বছর নির্বাচনের আবহে কিয়ার স্টারমার কথা দেন যে তিনি মানব পাচারের সংগঠিত চক্রগুলোকে 'ভেঙে দেবেন'।



গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে একটি নতুন বিল পেশ করা হয়, যেটির নাম 'দ্য বর্ডার সিকিউরিটি, অ্যাসাইলাম অ্যান্ড ইমিগ্রেশন বিল'। এই বিল পাস হলে পুলিশ অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মুঠোফোন হাতিয়ে তাঁর সাহায্যে মানব পাচারকারীদের শনাক্ত করবে। এতে সেসব ব্যক্তিকে খোঁজা সম্ভব হবে, যাঁরা ছোট ছোট নৌকো বানিয়ে বা তেমন নৌকোর জন্য যন্ত্রাংশ বানিয়ে অবৈধ পন্থায় মানুষকে যুক্তরাজ্যে নিয়ে আসেন।

২০২৩ সালে এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে লেবার পার্টির সংসদ সদস্যরা পার্লামেন্টে ভোট দেন। স্টারমার বলেন, ওই সময় তা না করলে লন্ডন পাচার হয়ে আসা নারীদের বাড়তি সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হত না। ২০২৫ সালের শুরুতে এমন কী বদলে গেল, যাতে স্টারমার এই পদক্ষেপ নিলেন? জানতে চাইলে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি স্টারমারের অফিস বা তিনি নিজেও।

ইউগভ সংস্থার একটি জরিপের তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকার স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু অভিবাসন। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর নৌকোয় চেপে ৩৬ হাজার ৮১৬ জন দেশটিতে এসেছেন; যা আগের বছরের চেয়ে ২৯ শতাংশ বেশি।

# পাহাড়ি খাদে পড়ল তীর্থযাত্রী বোঝাই বাস

### মৃত অন্তত ৭

**মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি:** রবিবার ভোরে মহারাষ্ট্রে বড়সড় দুর্ঘটনা। খাদে পড়ল বিলাসবহুল বাস। প্রাণ গেল ৭ জন পুণ্যার্থীর। আহত আরও ১৫ জন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের নাসিক-গুজরাত হাইওয়েতে।

জানা গিয়েছে, বাসটি মহারাষ্ট্রের ত্রিম্বাকেশ্বর থেকে গুজরাতের দ্বারকার দিকে যাচ্ছিল। দেবদর্শনে বেরিয়েছিলেন যাত্রীরা। এদিন ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নাসিক-গুজরাত হাইওয়ে ধরে যাওয়ার সময় পাশের পাহাড়ি খাদে পড়ে যায় বাসটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি দু-টুকরো হয়ে গিয়েছে। সকল যাত্রীই গুরুতর জখম। তাঁদের মধ্যে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। বাকিরা গুরুতর আহত। নিকটবর্তী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানা গিয়েছে, বাসযাত্রীরা সকলেই মধ্যপ্রদেশের গুনা, শিবপুরী এবং অশোকনগরের বাসিন্দা। ২৩ ডিসেম্বর থেকে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন ৪৬ জন পুণ্যার্থী। চারটি বাসে চেপে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাতের তীর্থস্থান বেড়ানোর পরিকল্পনা ছিল। সেই চারটি বাসের একটি এদিন পাহাড়ি খাদে পড়ে।


**এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড**
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
**রেজিস্টার্ড অফিস:** এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
**CIN No.:** L67120MH2008PLC181833
**ব্রাঞ্চ অফিস:** কলকাতা
L&T Finance

**বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন**
সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

| ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম | সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা | লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি) | দখল নেওয়া | আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়) | সর্বমোট বকেয়া আছে 06.12.2024 অনুসারে | রক্ষিত মূল্য (টাকায়) | ইনস্পেকশনের তারিখ | অকশনের তারিখ এবং সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. রিক্রিয়েশন বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (ইহার ডাইরেক্টর হেমন্ত সিকারিয়া মাধ্যমে)<br>2. হেমন্ত সিকারিয়া<br>3. সুচি সিকারিয়া | **অনুসূচি - I**<br>সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং 505, পাঁচতলায় থাকা প্রায় 405 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ আয়তন পরিমাপযুক্ত, প্রায় 3 কাঠা 3 ছটাক এবং 36 বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর নির্মিত, মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 17এ, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট (পূর্বতন মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 17, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটের অংশ গঠন করা), কোলকাতা – 700 007, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 22, পোস্তা থানার (পূর্বতন বড়বাজার) অধীনস্থ কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সীমার মধ্যেই একত্রে কথিত পরিসরের জমিতে আনুপাতিক এবং অবিচ্ছেদ্য শরিকানা তথা কমন এরিয়াতে ব্যবহারকারীর কমন অধিকার আর কথিত ইমারতের সুবিধাদি সহ এবং পরিসর নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ :<br>চতুর্সীমা – পূর্ব: 16 ফুট চওড়া রাস্তা/রতন সরকার স্ট্রীট দ্বারা; পশ্চিম: G+1 তলা ইমারত/পরিসর নং 24/1'র প্যাসেজ এবং ড্রেনেজ, মহর্ষী দেবেন্দ্র রোড দ্বারা; উত্তর: G+1 তলা ইমারত/পরিসর নং 2'র প্যাসেজ, মহর্ষী দেবেন্দ্র রোড দ্বারা; দক্ষিণ: মন্দির/কথিত পরিসর নং 17'র অবশিষ্ট অংশ হওয়া লট-'এ' (দেবত্র অংশ), রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট দ্বারা | KOLHL180 00515 | 23.12.2024 | টাঃ5,50,800/- | টাঃ 31,27,572.80/- | টাঃ55,08,000/- | আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সমস্ত কাজের দিন সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা 30 পর্যন্ত | 12.03.2025 বেলা 12টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত |

**পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি**
1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI আইনের বর্ধনের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **11/03/2025**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **12/03/2025**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **13/03/2025**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটিড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক বিবরণের জন্যে, সম্ভাব্য দরদাতাগণ অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থাৎ **''নাম – আশীষ সাহা এবং সন্তোষ তিওয়ারি, এল অ্যান্ড টি ফিন্যান্স লিঃ – কার্যালয় : 6ষ্ঠ তল, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই – 400 098. যোগাযোগের নং 022-68076666.** ই-অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক বিড/অফার গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল বা ই-অকশন স্থগিত করতে পারেন উহার কোনও কারণ আরোপ করা ছাড়াই এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

**তারিখ**: 03.02.2025
**স্থান**: কলকাতা
স্বাক্ষরিত
**অনুমোদিত আধিকারিক**
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে



Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

# ডেঙ্গুর সতর্কতা এড়িয়ে চলার উপায়

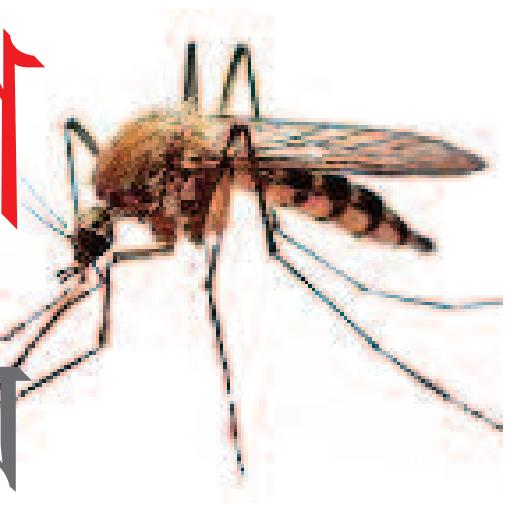

**ডাঃ শামসুল হক**

ডেঙ্গু নিয়ে এই মুহূর্তে সতর্ক আমরা সকলেই। এখন প্রবলভাবে বইতে শুরু করেছে শীতের হিমেল বাতাসও। কিন্তু তবুও মশার উৎপাতের যেন শেষ নেই। অত এব ভাবিত আমরা সকলেই। ভাবিত সমগ্র দেশও। দিবা রাত্র সর্বদাই ভয়ে তটস্থ হয়ে আছি আমরা। আর চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছি , কখন খেতে হবে তাদের মরণ কামড়। অতর্কিতেই তো তারা হুল ফোটাবে আমাদের এই নরম শরীরে। তারপর আচমকাই শরীর থেকে শুষে নেবে সামান্য কিছুটা রক্তও এবং তাতেই বাজিমাত। আর তার মধ্যেই সুস্থ শরীরের মধ্যে ঢেলে দেবে মারণ রোগের জীবাণুও।

হ্যাঁ, এখন মশাদের নিয়েই ভাবিত আমরা সকলে। ভীষণভাবে শঙ্কিতও বৈকি। কখনও ম্যালেরিয়ার ভয় তো কখনও ভয় ফাইলেরিয়াসিসের। আবার কখনও এনসেফেলাইটিস তো কখনও ডেঙ্গু। তাছাড়াও আছে চিকনুগুনিয়া সহ আরও অনেক রোগের ভয়ও। অর্থাৎ আকারে সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তার সুক্ষ্ম একটা কামড়েই যে কাঁপন ধরিয়ে দিতে পারে একজন সুস্থ সবল মানুষকেও।

এই মুহূর্তে ডেঙ্গু নিয়েই বেশি চিন্তাভাবনা আমাদের । আমরা সকলেই জানি এই মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে অতি নিশ্চিন্তেই ঘোরাফেরা করে অনেক প্রজাতিরই মশা। তবে ডেঙ্গুর জন্য দায়ী করা হয় একমাত্র এডিস মশাকেই। সেই জাতের মশা ঘুরে ঘুরে যখন মানুষের রক্ত পান করে তখন সেই মানুষটি যদি ডেঙ্গু রোগগ্রস্থ হন তাহলেই বিপদ। কারণ সেই মশা যেটুকু রক্ত আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে শুষে নেয় সেটাই সঞ্চিত করে রাখে নিজের শরীরে। সেইসময় সে নিজেও কিন্তু সংক্রমিত হয়ে ওঠে। তারই কোষে তখন জন্ম হয় ভাইরাসের। তারপর মোটামুটিভাবে আট কিংবা দশ দিন পর সেই ভাইরাস আবার সেই মশারই দেহের বিভিন্ন কোষের মধ্যে আপনাআপনি ভাবেই ছড়িয়ে পড়ে।

তারপরই শুরু হয় আসল কাজ। আক্রান্ত সেই প্রাণী তখন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। যাকে তখন সামনে পায় আক্রমণ করে বসে তাকেই। আর মানুষের শরীরে হুল ফোটালে তার লালার মাধ্যমেই সেই ভাইরাস প্রবেশ করে অসহায় সেই মানুষটির ত্বকের নিচে এবং তারপর তিনি ধীরে ধীরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন ডেঙ্গুর কবলেও।

জ্বর দিয়েই শুরু সেই রোগের। মোটামুটিভাবে ১০১ থেকে ১০২ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে আক্রান্ত সেই ব্যক্তির দৈহিক তাপমাত্রা। সেই জ্বর একটানা হতে পারে। আবার দেখা দিতে পারে ঘামও। সারা শরীর জুড়েই থাকতে পারে ব্যথা। বাদ যায় না মাথাও। চোখের পিছনের দিকে প্রদাহ দেখা দিতে পারে। চামড়ার উপরে লাল লাল দাগ দেখা দেয়। দেখে মনে হয় যেন লাল রঙের ছোট ছোট বিন্দুর সমাহার। আবার তার উপর চাপ প্রয়োগ করলে দেখা যায় না কোন পরিবর্তনও।

ডেঙ্গু জ্বর সাধারণত স্থায়ী হয় চার থেকে সাতদিন পর্যন্ত । কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা চোদ্দ পনের দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। আর যদি সত্যি সত্যিই তেমন ঘটনা ঘটে তাহলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেই হবে। সেইসময় পুরোপুরিভাবেই বিশ্রামের মধ্যে থাকতে হবে। খেতে হবে তরল খাবার। জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু কোন কোনরকম অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা চলবে না। কারণ তাতে আসতে পারে রক্তচাপের সমস্যা। প্রয়োজন মনে করলে অর্থাৎ রোগ বাড়াবাড়ি পর্যায়ে রক্ত দিতেও হতে পারে। তবে সবকিছুই কিন্তু করতে হবে চিকিৎসকেরই পরামর্শ অনুযায়ী। কোন অবস্থাতেই যেন নিজে নিজেই ওষুধ খাওয়ার ঝুঁকি না নেওয়া হয়।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো রক্তের প্লেটলেট কাউন্ট কমে যাওয়া। একজন সুস্থ এবং সবল মানুষের এই কাউন্ট দেড় লাখের উপরে থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন সেই মানুষটি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন তখন সেই সংখ্যা দ্রুত গতিতে হ্রাস পেতে থাকে। অনেক সময় তাঁর প্লেটলেট কাউন্ট কমে কুড়ি হাজার কিংবা তারও নীচে নেমে যেতে পারে। তবে তাতে ভয় পাওয়ার তেমন কোন কারণ নেই যদি আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তক্ষরণ না হয়। তবে আবারও বলছি সিদ্ধান্ত নেওয়ার যা নেওয়ার তা নিতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ীই। কারণ রক্তের এই প্লেটলেট হল রক্ত কোষ। যার কাজ হল রক্তের জমাট বাঁধার কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করা। অতএব একজন মানুষের শরীরের অতি মূল্যবান সেই উপাদানটাই হল তাঁকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার অতি মূল্যবান একটা চাবিকাঠি। সুতরাং বাঁচার মতো বাঁচতে চাইলে এই ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে।

এখন মশাদের নিজস্ব ক্ষমতা নিয়েও কিছু আলোচনার প্রয়োজন। মশা যত ক্ষুদ্র একটা পতঙ্গই হোক না কেন, তাদেরও আছে নিজস্ব একটা অনুভূতি ক্ষমতা। আর তার বলে বলীয়ান হয়েই ঈপ্সিত লক্ষ্যের প্রতি তাদের ছুটেও আসা। বলা যেতে পারে মানুষের শরীরের মধ্যে উপস্থিত থাকা কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থের জন্যই তারা তাদের সঠিক খাদ্যবস্তুর সন্ধান ও পেয়ে যায় অতি সহজেই। আর তারপর ই ছুটে আসে এবং গ্রহণ করে অতি প্রিয় রক্তের স্বাদও। গবেষণায় জানা গেছে যে, মানুষের ঘাম এবং ত্বকে এমন কিছু কিছু যৌগ আছে যা মশাদের পক্ষে সত্যিই বড় আকর্ষণীয়।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাধ্যমটি হল কার্বণ -ডাই -অক্সাইড। একজন মানুষ তাঁদের শ্বাস প্রশ্বাসের সময় বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করেন এবং কার্বণ-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করেন। মশার দল দূর থেকেই সেটা টের পায়।

বলা যেতে পারে সনাক্ত ও করে নিতে পারে একবারে নিখুঁতভাবেই এবং সুযোগ বুঝে সঠিক স্থানে হাজির ও হয় । তারপর শুরু করে রক্তচোষার কাজও। বলাই বাহুল্য, একজন মানুষের এই কার্বণ-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বর্জনের তারতম্যর উপর ভিত্তি করেই চলে মশাদের আনাগোনা এবং চলে কমবেশি রক্তচোষা পর্বও।

এরপর উল্লেখ করা যেতে পারে ল্যাকটিক অ্যাসিডের কথা। সেটিও পাওয়া যায় মানুষের ঘামের মধ্যে। মশার দল সেটিও টের পায় অতি সহজেই। মূলতঃ অ্যানোফিলিস আর এডিস শ্রেণীর মশারা তো ছুটে আসে আগেই এবং অতি নিশ্চিন্তেই সেরে নেয় কাজের কাজটিও।

এবার আসা যেতে পারে অ্যামোনিয়ার কথায়। ঘাম বাড়লে ত্বকের মাধ্যমে তা বাইরে নির্গত হয় এবং সেই গন্ধ ও মশারা টের পায় অতি সহজেই। আর তারপর তাদের অতি সঙ্গোপনে হাজিরা । মনের সুখে রক্ত শুষে নেওয়াও। অতএব সেইসব বুঝেই সতর্ক হতে হবে সকলকে। সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে ব্যবহার করতে হবে এমনই সব প্রাকৃতিক অথবা রাসায়নিক উপাদান যা একজন মানুষকে মশার আক্রমণ থেকে রক্ষাও করতে পারে। তাই সদা সক্রিয় থাকতে হবে মশা এবং তার লার্ভা নিধনের কাজেও। বাড়ির আশেপাশে কোন স্থানে যে জল জমিয়ে রাখা যাবে না সেটা বোঝেন সকলেই। কিন্তু সবকিছু জেনে বুঝেও সেই কাজটুকু সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ইচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত হয় না। অনেকটা ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর হয়তো একটু নড়েচড়ে বসি আমরা। কিন্তু এমনটা করলে চলবে না। যত্রতত্র জল জমিয়ে রাখা যাবে না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতেই মেনে চলতে হবে একই নীতি। যেখানে জল জমে থাকবে সেখানে নিয়মিতভাবে কীটনাশক ব্যবহার করতেই হবে। এই ব্যাপারে ডিডিটির কথাই মনে পড়ে সবার আগে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই এখন এর ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাই সেই বস্তুর ব্যাপারে আমাদের ও একটু চিন্তাভাবনা করতে হবে। বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে ম্যালাথিয়ান অথবা লিণ্ডেনও। কিছুই না পেলে ব্যবহার করা যেতে পারে কেরোসিন তেলও। আর মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র ডেঙ্গু প্রতিরোধই নয় মশার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলে রক্ষা পাওয়া সম্ভব মশাবাহিত অন্যান্য আরও অনেক রোগ থেকেও।

রোগের কবল থেকে একান্তই নিজেকে রক্ষা করতে না পারলে অবলম্বন করতে হবে বিশেষ সতর্কতা এবং সচেতন হতে হবে দৈনন্দিন পথ্য এবং খাদ্য তালিকার প্রতিও। সেইসময় পেঁপে পাতার রস ভীষণ ফলদায়ক ঔষধ হিসেবেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। তাজা পেঁপে পাতার রস এক চামচ করে দিনে দুবার, প্রয়োজনে তিনবার করে খেলে উপকার পাওয়া যায়। ফলে হিসেবে পাকা পেঁপেও তখন খুব ভালো কাজ দেয়। নিয়মিতভাবে খাওয়া যেতে পারে কুমড়োর বীজ এবং সব্জী হিসেবে কুমড়োর। ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য লেবুর রস ও ভীষণ কার্যকরী। কাজে লাগে ডালিমের রসও ।

আমলকীর রসে এমন কিছু কিছু উপকারের সন্ধান পাওয়া গেছে যা নিয়মিতভাবে পান করলে ডেঙ্গু নিরাময়ের কাজটা অনেক সহজসাধ্যই হয়ে ওঠে। খাওয়া যেতে পারে পালংশাকের জুস এবং ঘৃতকুমারীর রসও । ডেঙ্গু আক্রান্তদের ব্রোকোলিও ভীষণ কার্যকরী। অতএব সেইসময় নিজের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা বাতিল করে এইসমস্ত খাবারের মাধ্যমেই যদি নিজের উদর পূর্তি করা সম্ভব হয় তাহলে সেটা নিজের জন্যও যে নিশ্চয়ই মঙ্গলজনক হবে সেই বিষয়ে একমত বিশেষজ্ঞরাও। তখন আরও যে বিষয়টার উপর সকলকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সেটা হল কোনরকম তেল এবং মশলার ব্যবহার ও চলবে না। আর সবকিছু যদি ঠিক ঠিকভাবেই সম্পন্ন করা যায় তাহলে ডেঙ্গুর ভয়াবহতাও অনেকটাই হ্রাস পাবে এবং থাকা যাবে অনেকটা নিশ্চিন্তেও।

# আমাদের সচেতনতাও আটকে দিতে পারে সারভাইক্যাল ক্যানসার

ক্যানসার শব্দটাই ভয়ধরানো। তার মধ্যে সারভাইক্যাল ক্যানসার আরও বেশি আতঙ্কের। ভারতীয় মহিলাদের সবচেয়ে বেশি হয় ব্রেস্ট ক্যানসার। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে সারভাইক্যাল ক্যানসার। এতে মৃত্যুর হারও অনেক বেশি। তবে সচেতনতার মাধ্যমে এই মারণরোগের প্রতিরোধও সম্ভব। সেই উদ্দেশেই প্রতি বছর ২২-২৮ জানুয়ারি পালিত হয় সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধ সপ্তাহ। নিউ আলিপুরের বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালে এই উপলক্ষ্যে সম্প্রতি আয়োজিত হল এক আলোচনাসভা। কীভাবে সজাগ থেকে, সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সারভাইক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধ করা সম্ভব, সেটাই তুলে ধরা হল সেখানে।

সার্ভিক্যাল ক্যানসারের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে অনিয়মিত রক্তক্ষরণ, তলপেটে ব্যথা এবং যৌনমিলনের পর রক্তপাত। এমন সমস্যা দেখা দিলে তাই একেবারেই উপেক্ষা করবেন না। দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিন। মাথায় রাখুন, যে কোনও সমস্যা প্রাথমিক অবস্থাতেই সারানো সহজ। নাহলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জটিলতা বাড়ে।

সারভাইক্যাল ক্যানসারের প্রধান কারণ হল হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস বা HPV। এটি প্রতিরোধের যদিও সহজ উপায় রয়েছে। তা হল HPV ভ্যাকসিন। এটি ক্যানসারের ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। ৯ থেকে ২৬ বছর বয়সিদের ক্ষেত্রে এই ভ্যাকসিন অত্যন্ত কার্যকর। তবে শুধু ভ্যাকসিনই সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রতি তিন বছরে অন্তত একবার প্যাপ স্মিয়ার টেস্ট করান। এই পরীক্ষা গর্ভাশয়ের কোষে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে কি না তা দ্রুত শনাক্তের ক্ষেত্রে সহায়ক। আর তারপর দরকার সর্বাধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো।

বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালে হওয়া আলোচনাসভায় ডাক্তার মেঘা খান্না সেজন্যই তুলে ধরলেন সারভাইক্যাল ক্যানসার নিয়ে আধুনিকতম গবেষণার কথা। আগাম কী কী সতর্কতা নেওয়া উচিত, সেটাও জানান তিনি। ডাক্তার মেঘা খান্নার মতে, 'ভ্যাকসিন নেওয়া, সেক্সের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা আর ধূমপান বন্ধ করার মাধ্যমে সারভাইক্যাল ক্যানসারকে আটকানো সম্ভব। তাই সতর্ক থাকুন। অসুবিধা টের পেলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখান।' বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালের গ্রুপ অ্যাডভাইজার সুপ্রিয় চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নিয়মিত এমন ধরনের আলোচনাসভা আয়োজন করে থাকি। সারভাইক্যাল ক্যানসার প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়া জরুরি। সেক্ষেত্রে চিকিৎসার মাধ্যমে মৃত্যুহার কমানো যায়। তবে তার জন্য প্রয়োজন সচেতনতা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা।'

# শ্রবণশক্তি ফেরাল বিরল অস্ত্রোপচার

হঠাৎ যদি চারপাশের সব শব্দ থেমে যায়? মুখ নড়ছে সবার কিন্তু কানে পৌঁছচ্ছে না কোনও আওয়াজ? নিজেকে মনে হবে নির্বাক যুগের বাসিন্দা। একইসঙ্গে লাগবে চূড়ান্ত অসহায়। ঠিক এমনই হয়েছিল মধ্যবয়সি বিমলবাবুর (নাম পরিবর্তিত)। শ্রবণশক্তিই গিয়েছিল হারিয়ে। মনে হয়েছিল দুনিয়াটাই যেন থমকে গিয়েছে তাঁর। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর দুটো কানেই ছিল সংক্রমণ। কলকাতার অনেক হাসপাতালেই গিয়েছিলেন তিনি। অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। সংক্রমণ কমেনি তো বটেই, ক্রমশ শ্রবণশক্তি হারিয়েও বসেন বিমলবাবু। এমনকী, হিয়ারিং এইড লাগিয়েও লাভ হয়নি। কোনও আওয়াজই শুনতে পারছিলেন না তিনি। একে-অন্যের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে মনোভাব আদানপ্রদানে পড়েছিল বাধা। ফলে স্বাভাবিক জীবনযাপন হয়ে উঠেছিল অসম্ভব। নির্ভর করতে হচ্ছিল অঙ্গভঙ্গি দেখে তা বুঝে নেওয়ার উপরে। বাড়ছিল বিরক্তি। জীবন সম্পর্কে উৎসাহটাও যাচ্ছিল হারিয়ে। বিভিন্ন রকম ভাবে চেষ্টা করেও উপকার হয়নি। এমন অবস্থাতেই নিউ আলিপুরের বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালে আসেন তিনি। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে তাঁর ডান কানের ককলিয়া একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বাঁ কানের ককলিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত। তবে পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। শ্রবণের ক্ষেত্রে ককলিয়া হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই প্রধানত আমরা শুনে থাকি। দীর্ঘদিন ধরে সংক্রমণের ফলে ককলিয়ার অবস্থা হয়ে ওঠে বেহাল। পরিণতি, বিমলবাবুর জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়।

এই কঠিন পরিস্থিতিতেই মুশকিল আসান হয়ে ওঠে বি.পি. পোদ্দার হাসপাতাল। এখানের ইএনটি, ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট অ্যান্ড স্কাল বেস সার্জন ডা অমিতাভ রায় অন্ধকার ঘুচিয়ে আলোয় ফেরান বিমলবাবুকে। আট ঘণ্টার জটিল অপারেশনের মাধ্যমে বের করা হয় যাবতীয় সংক্রমণ। বাঁ দিকের কানে বসানো হয় ইমপ্ল্যান্ট। সেটাই ফেরায় শ্রবণক্ষমতা। মুহূর্তের মধ্যে অসহায়তা কাটে বিমলবাবুর। কানের মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কে আবার পৌঁছয় শব্দ। জীবন অবশেষে ফেরে পুরনো ছন্দে। ডা অমিতাভ রায়ের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে সংক্রমণের ফলে শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন রোগী। কিছুই শুনতে পারছিলেন না। সাবটোটাল পেট্রোসেক্টোমি উইথ ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট অপারেশনের মাধ্যমে ফেরানো গিয়েছে তাঁর কানে শোনার ক্ষমতা। এটা খুবই জটিল পদ্ধতি। অপারেশন সফল হওয়ায় আমরা খুশি। এখন আগের মতোই স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন তিনি। শুনতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।' বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালের গ্রুপ অ্যাডভাইজার সুপ্রিয় চক্রবর্তী বলেন, 'সাধারণ মানুষকে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। এই জটিল অস্ত্রোপচার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করা হয়েছে। এজন্য প্রশংসা প্রাপ্য পুরো ই.এন.টি টিমের।'

## সরস্বতী পুজোর দিন হলুদ দিয়ে স্নান কেন?

সরস্বতী পুজোর সকালে অনেকেই গায়ে হলুদ মেখে স্নান করে থাকেন। যতই ঠান্ডা লাগুক না কেন, বাটিতে সরষের তেলের সঙ্গে মেশানো হলুদ মেখে স্নান করা মাস্ট। এই নিয়মের পিছনে শুধু ধর্মীয় রীতি নয়, রয়েছে আরও এক কারণ। যার সঙ্গে যোগ রয়েছে সুস্থ থাকার।

হলুদ যে রূপচর্চার জন্য দারুণ এক কার্যকরী উপাদান, তা মোটামুটি সবাই জানেন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই রূপটানে হলুদের ব্যবহার হয়ে থাকে। শোনা যায়, প্রাচীনকালের মহিলারা ত্বকের যে কোনও সমস্যার জন্যই ব্যবহার করতেন হলুদ। এমনকী, হলুদ জলে গুলে, সেই জল দিয়েই স্নান করতেন অনেকে। কথিত রয়েছে সুন্দরী ক্লিওপেট্রার রূপরহস্যই হল দুধ ও হলুদের মিশ্রণ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হলুদ প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপটিক। ব্রণ কমাতে দারুণ সাহায্য করে হলুদ। শুধু তাই নয়, রোদে পোড়া ত্বককে ঝকঝকে করতেও দারুণ কাজ দেয় হলুদ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে কোনও দুই ঋতুর সন্ধিক্ষণে ব্যাকটেরিয়া আরও সজাগ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শীত থেকে গরমে পা দেওয়ার সময় ত্বকের নানা সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে হলুদেই। সেই কারণেই সরস্বতী পুজোর সকালে হলুদ মেখে স্নান করার নিয়ম।

তবে শুধু এই কারণই নয়। সরস্বতী পুজোকে বলা হয় বাঙালির ভ্যালেন্টাইনস ডে। এদিন নতুন প্রেমের শুরু বা পুরনো প্রেমকে নতুন করে নেওয়ার সুযোগ আসে প্রচুর। তাই এই দিনটাতে নিজেকে সুন্দর করে তুলতেও সাহায্য করে হলুদ। তাই যতই শীত লাগুক না কেন, সকাল সকাল গায়ে হলুদ করেই নিন।

# শীতেই হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি

সারা বিশ্বে মানুষ মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ হল হার্ট অ্যাটাক। প্রতিদিন বহু মানুষ মারা যান হার্টের সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন সেই সংখ্যাটাই কয়েক গুণ বেড়ে যায় শীতকালে। কিন্তু প্রশ্ন হল কেন এমনটা হয়? বিশেষজ্ঞদের মতে বিশেষ করে যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ থাকে তাঁদের ,মধ্যে ঝুঁকি আরও বেশি। শীতকালে, শরীরের রক্তনালীগুলি সঙ্কুচিত হয়, যাকে ভাসোকনস্ট্রিকশন বলা হয়। এই প্রক্রিয়া শরীরে রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের রক্তচাপ বেড়ে যায়। তাই সতর্ক থাকতে হবে। তবে মনে রাখবেন সব ধরনের বুকে ব্যথাই কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ নয়। হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে ব্যথা শরীরের অন্যান্য অংশ যেমন চোয়াল, বাম বা ডান কাঁধ এবং পিঠেও হতে পারে। অন্যান্য উপসর্গ যেমন ঘাম, উদ্বেগের অনুভূতি, ধড়ফড়ানি, অস্বস্তি হলে সতর্ক হতে হবে। চিকিৎসকরা বলছেন অনেক সময় শীতকালে ভোর বেলা বা সকালের দিকে হার্ট অ্যাটাক বেশি হয়। তাই সকালে আপনি কী ভাবে ঘুম থেকে উঠবেন তাও গুরুত্বপূর্ণ। কেবল হার্ট অ্যাটাক নয়, চিকিৎসকেদের মতে শীতকালে ব্রেন স্ট্রোকের টনাও বাড়তে থাকে। মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে বা মস্তিষ্কের রক্তনালী ফেটে গেলে স্ট্রোক হয়। ফলে মস্তিষ্কের কোষেরও হঠাৎ ক্ষতি হতে পারে। ব্রেন স্ট্রোক এড়াতে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই সব রোগের প্রধান কারণ হল শীতকালে শারীরিক কার্যকলাপ কম থাকে। কম তাপমাত্রার কারণে বেশিরভাগ মানুষ প্রায়শই বাড়ির ভিতরে থাকে। উচ্চ-ক্যালোরি হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন হালকা শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বাড়ানো, বাইরে যাওয়ার সময় গরম জামা কাপড় পরা এবং শাকসবজি, ফল, উচ্চ ফাইবার সামগ্রী এবং পর্যাপ্ত প্রোটিন সহ হার্ট-স্বাস্থ্যকর ডায়েট বজায় রাখার পরামর্শ দেন।